ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ২য় পত্র: ফিকহুল মুআশারাহ ও মুসলিম পারিবারিক আইন

ক বিভাগ: ফিকহুল মুয়াশারাহ (রচনামূলক প্রশ্ন)

রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার

কিতাবুত তালাক (তালাক পর্ব)

৪১. তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ)-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? তালাক কেন শরীয়তের সবচেয়ে অপছন্দনীয় হালাল- বিশ্লেষণ কর। (ما التعريف اللغوي والشرعي للطلاق؟ حلل لماذا يعتبر الطلاق أبغض الحلال عند الشريعة)

৪২. তালাকের আরকানসমূহ ও তালাকদাতার (মুত্তাল্লিক) কী কী শর্ত থাকা আবশ্যক? তালাকের জন্য কী ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়? (ما هي أركان الطلاق وما هي الشروط اللازمة في المطلق؟ وما هي أنواع الألفاظ التي تستخدم للطلاق؟)

৪৩. সরীহ (প্রকাশ্য) তালাক এবং কিনায়া (অপ্রকাশ্য) তালাকের মধ্যে পার্থক্য কী? কিনায়া তালাকের ক্ষেত্রে নিয়তের ভূমিকা কী? (ما هو الفرق بين الطلاق الصريح والطلاق بالكناية؟ وما هو دور النية في طلاق الكناية؟)

৪৪. তালাকের প্রকারভেদ (যেমন : তালাকুন আহসান, তালাকুন হাসান ও তালাকুন বিদআত) সবিস্তারে আলোচনা কর। এগুলোর ফিকহী বিধান কী? (ناقش بالتفصيل أنواع الطلاق (كطلاق الأحسن، وطلاق الحسن، وطلاق البدعة) - وما هي أحكامها الفقهية؟)

৪৫. তালাকুল বিদআত বলতে কী বোঝায়? হানাফি মাযহাবে এক মজলিসে তিন তালাকের বিধান হাশিয়া ইবনে আবিদীনের আলোকে বিশ্লেষণ কর। (ما المقصود بطلاق البدعة؟ حلل حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد عند المذهب الحنفي على ضوء حاشية ابن عابدين)

৪৬. তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে স্ত্রীর রাজআত (ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার)-এর বিধান কী? রাজআত সহীহ হওয়ার শর্তাবলি আলোচনা কর। (ما هو حكم رجعة الزوجة في الطلاق؟ ناقش شروط صحة الرجعة)

৪৭. মুত'আ (বিচ্ছেদের পর উপঢৌকন)-এর বিধান কী? কখন স্ত্রীকে মুত'আ প্রদান করা ওয়াজিব হয়- সবিস্তারে ব্যাখ্যা কর। (ما هو حكم المتعة (الهبة (بعد الطلاق)؟ اشرح بالتفصيل متى تجب المتعة للزوجة

৪৮. খুলা (স্ত্রীর পক্ষ থেকে অর্থের বিনিময়ে তালাক)-এর সংজ্ঞা দাও। খুলা সহীহ হওয়ার শর্তাবলি ও এর ফলাফল কী? (عرف الخلع - ما هي شروط صحة الخلع وماذا يترتب عليه؟)

৪৯. ফাসখুন নিকাহ (কাজী মাধ্যমে বিবাহ ভঙ্গ)-এর কারণগুলো কী কী? কখন স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই তালাক চাওয়ার অধিকার সৃষ্টি হয়? (ما هي أسباب فسخ النكاح (فسخ الزواج عن طريق القاضي)؟ ومتى ينشأ حق الزوج والزوجة في طلب الطلاق؟)

৫০. ইলা (স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার কসম) ও যিহার (মায়ের সাথে স্ত্রীর তুলনা করা) এর বিধান কী? এগুলোর ক্ষেত্রে কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) কীভাবে আদায় করতে হয়? (ما هو حكم الإيلاء والظهار؟ وكيف يتم أداء الكفارة في هذه الحالات؟)

৫১. তাফভীযুত তালাক (তালাকের অধিকার স্ত্রীকে অর্পণ)-এর সংজ্ঞা কী? এর বিভিন্ন প্রকারভেদ (যেমন আমরুকি বিয়াদিকি) ও বিধান আলোচনা কর। (ما هو تعريف تفويض الطلاق للزوجة؟ ناقش أنواعها وأحكامها (مثل أمرك بيدك)

৫২. তালাকের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপের বিধান কী? শর্তাধীন তালাক (তালাকুন মুআল্লাক) কখন কার্যকর হয়? (ما هو حكم اشتراط الشروط في الطلاق؟ ومتى يقع الطلاق المعلق على شرط؟)

৫৩. ফিকহী দৃষ্টিতে 'তালাক' ও 'ফাসখ'-এর মধ্যকার পার্থক্যগুলো উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর। (حلل الفروق بين "الطلاق" و"الفسخ" من الناحية الفقهية مع الأمثلة)

৫৪. রাজয়ী তালাক ও বাইন তালাকের মধ্যকার মূল পার্থক্য কী? বাইন তালাকের পর পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বিধান কী? (ما هو الفرق الأساسي بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن؟ وما هو حكم الزواج مرة أخرى بعد الطلاق البائن؟)

৫৫. ইদ্দত (ইদ্দত শেষ হওয়া)-এর পর রাজয়ী তালাকের বিধান কী হয়? এক্ষেত্রে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে কী কী শর্ত প্রযোজ্য? (ما هو حكم الطلاق الرجعي بعد حلول العدة؟ وما هي الشروط التي تنطبق على الزواج مرة أخرى في هذه الحالة؟)

৫৬. ফাতওয়া ও হাশিয়ার আলোকে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর আকল ও ইখতিয়ার (বিবেচনাবোধ ও স্বেচ্ছাধীনতা)-এর ভূমিকা আলোচনা কর। (ناقش دور العقل والاختيار للزوج في إيقاع الطلاق على ضوء الفتاوى والحاشية)

৫৭. ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার ভিত্তিতে তালাক প্রদানের সময় স্বামীর ক্রোধ বা রাগের বিধান কী? (ما هو حكم غضب الزوج عند إيقاع الطلاق على أساس حاشية ابن عابدين؟)

৫৮. কোন কোন পরিস্থিতিতে স্ত্রী কাজীর (বিচারক) মাধ্যমে তালাকের দাবি করতে পারে? হানাফি ফিকহে 'তাফরীক' (বিচ্ছেদ)-এর বিধানগুলো আলোচনা কর। (في أي حالات يحق للزوجة المطالبة بالطلاق عن طريق القاضي؟ ناقش أحكام "التفريق" في الفقه الحنفي)

৫৯. তালাক সংক্রান্ত মাসয়ালাগুলোতে 'তাওলীদ' ও 'তাহকীক' (মূলনীতি থেকে মাসয়ালা বের করা ও প্রমাণিত করা)-এর ক্ষেত্রে হাশিয়ার ভূমিকা কী? (ما هو دور الحاشية في "التوليد" و "التحقيق" للمسائل المتعلقة بالطلاق؟)

৬০. ফিকহী গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'আদ-দুররুল মুখতার' ও 'রদ্দুল মুহতার' কিতাবুত তালাকের কোন কোন জটিল মাসয়ালাকে সহজ করে উপস্থাপন করেছে- বিশ্লেষণ কর। (حلل المسائل المعقدة التي سهلها كتابا "الدر المختار" و "رد المحتار" في كتاب الطلاق من بين الكتب الفقهية)

প্রশ্ন-৪১: তালাকের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। সুন্নাত ও বিদআতের দিক থেকে তালাক কত প্রকার ও কী কী? বিস্তারিত আলোচনা কর।
(عَرِّفِ الطَّلَاقَ لُغَةً وَشَرْعًا. وَمَا هِيَ أَقْسَامُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ؟ نَاقِشْ بِالتَّفْصِيلِ)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইসলামি শরিয়তে বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন এবং ইবাদত। এই বন্ধন আজীবন অটুট থাকাই কাম্য। তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হলে এবং একত্রে বসবাস অসম্ভব হয়ে পড়লে শরিয়ত বিচ্ছেদের পথ খোলা রেখেছে, যাকে 'তালাক' বলা হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "আল্লাহর নিকট হালাল কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো তালাক।" ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার গ্রন্থে তালাকের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ অত্যন্ত দালিলিকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

তালাকের সংজ্ঞা (তা'রিফুত তালাক):

১. আভিধানিক অর্থ (আল-মা'না আল-লুগাবি):

'তালাক' (الطلاق) শব্দটি 'ইতলাক' (الإطلاق) থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো—বন্ধন মুক্ত করা, ছেড়ে দেওয়া বা গিট খুলে দেওয়া। যখন উটকে রশি থেকে মুক্ত করা হয়, তখন আরবীতে বলা হয় 'তালাকান নাকাহ' (উটটি মুক্ত হয়েছে)।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা (আল-মা'না আশ-শর'ঈ):

হানাফি ফিকহের পরিভাষায় এবং 'রদ্দুল মুহতার'-এর আলোকে তালাকের সংজ্ঞা হলো:

(هُوَ رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمَآلِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ)

অর্থ: "নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে অথবা ভবিষ্যতে বৈবাহিক সম্পর্কের বাঁধন ছিন্ন করাকে তালাক বলে।"

এখানে 'নির্দিষ্ট শব্দ' বলতে 'তালাক' শব্দ বা এর সমার্থক শব্দ বোঝানো হয়েছে। আর 'ভবিষ্যতে' বলতে ইদ্দত পালন শেষে সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন হওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

তালাকের প্রকারভেদ (আকসামুত তালাক):

শরিয়ত সম্মত পদ্ধতি (সুন্নাত) এবং অসম্মত পদ্ধতি (বিদআত)-এর ভিত্তিতে তালাক প্রধানত তিন প্রকার:

১. তালাকে আহসান (الطلاق الأحسن) বা সর্বোৎকৃষ্ট তালাক:

এটি তালাক প্রদানের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি। এর নিয়ম হলো:

- স্বামী তার স্ত্রীকে এমন এক 'তুহুর' বা পবিত্রতার সময়ে **এক তালাক** (তালাকে রাজ'ঈ) দেবে, যে পবিত্রতার মধ্যে তাদের কোনো দৈহিক মিলন (সহবাস) হয়নি।
- এরপর স্ত্রীকে তার ইদ্দত (তিন হায়েজ) পালন করতে দেবে। ইদ্দতের মধ্যে আর কোনো তালাক দেবে না।
- ইদ্দত শেষ হলে বিবাহ আপনা-আপনি ভেঙে যাবে।
- **সুবিধা:** এতে ইদ্দতের ভেতরে স্বামী চাইলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে (রুজু করতে পারে) এবং ইদ্দত শেষ হলেও নতুন করে বিবাহ করার সুযোগ থাকে।

২. তালাকে হাসান (الطلاق الحسن) বা উত্তম তালাক:

এটি দ্বিতীয় পর্যায়ের সঠিক পদ্ধতি। এর নিয়ম হলো:

- যার সাথে সহবাস হয়েছে, এমন স্ত্রীকে পরপর তিনটি পবিত্রতার সময়ে (তিন তুহুরে) তিনটি তালাক দেওয়া।
- অর্থাৎ, প্রথম পবিত্রতায় এক তালাক, দ্বিতীয় পবিত্রতায় দ্বিতীয় তালাক এবং তৃতীয় পবিত্রতায় তৃতীয় তালাক দেওয়া (সহবাস মুক্ত অবস্থায়)।
- তৃতীয় তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী 'মুগাল্লাজা' বা কড়া তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে এবং তাকে আর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না (হালালা ছাড়া)।

৩. তালাকে বিদ'ঈ (الطلاق البدعي) বা বিদআতি তালাক:

এটি শরিয়ত গর্হিত এবং গুনাহের কাজ। এর কয়েকটি রূপ হতে পারে:

- **একসাথে তিন তালাক:** এক তুহুরে বা এক মজলিসে একসাথে "তোমাকে তিন তালাক দিলাম" বলা।
- **মাসিক অবস্থায় তালাক:** স্ত্রী যখন হায়েজ (মাসিক) বা নিফাস অবস্থায় আছে, তখন তালাক দেওয়া।
- **সহবাসযুক্ত তুহুরে তালাক:** এমন পবিত্রতার সময়ে তালাক দেওয়া, যে সময়ে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয়েছে।

হানাফি মাযহাবের বিধান:

ইমাম ইবনে আবিদীন বলেন, তালাকে বিদ'ঈ প্রদানকারী স্বামী কঠিন গুনাহগার হবে। কারণ সে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শেখানো পদ্ধতি লঙ্ঘন করেছে। তবে গুনাহ হওয়া সত্ত্বেও হানাফি মাযহাব এবং জমহুর (অধিকাংশ) আলেমদের মতে তালাক পতিত হয়ে যাবে এবং কার্যকর হবে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

তালাক হলো সর্বশেষ চিকিৎসা। তাই এটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'আহসান' পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত, যাতে রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে অনুতপ্ত হতে না হয়। বিদআতি পন্থায় তালাক দেওয়া শরিয়ত নিয়ে খেল-তামাশার শামিল।

প্রশ্ন-৪২: 'তালাকে বিদ'ঈ' (বিদআতি তালাক) পতিত হবে কি না? এ ব্যাপারে হানাফি মাযহাব ও অন্যান্য মতামতের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।
(هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ الْبِدْعِيُّ أَمْ لَا؟ قَارِنْ بَيْنَ الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ وَالْآرَاءِ الْأُخْرَى فِي هَذَا الشَّأْنِ)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

বর্তমান সমাজে তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে শরিয়তের নিয়ম না মানার প্রবণতা প্রবল। অধিকাংশ মানুষ রাগের বশবর্তী হয়ে একসাথে তিন তালাক দেয় অথবা স্ত্রীর মাসিক অবস্থায় তালাক দেয়, যা 'তালাকে বিদ'ঈ' নামে পরিচিত। প্রশ্ন হলো, এই পদ্ধতিতে দেওয়া তালাক কি কার্যকর হবে, নাকি বাতিল বলে গণ্য হবে? এটি ফিকহ শাস্ত্রের একটি অত্যন্ত বিতর্কিত ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। 'রদ্দুল

মুহতার' গ্রন্থে ইমাম ইবনে আবিদীন হানাফি মাযহাবের অকাট্য দলিলসহ এ বিষয়টি প্রমাণ করেছেন।

তালাকে বিদ'ঈর স্বরূপ:

আগেই বলা হয়েছে, তালাকে বিদ'ঈ হলো—একসাথে তিন তালাক দেওয়া অথবা হায়েজ (মাসিক) অবস্থায় তালাক দেওয়া।

হানাফি মাযহাব ও চার ইমামের অভিমত:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)—এই চার ইমাম এবং জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য হলো:

"তালাকে বিদ'ঈ হারাম এবং গুনাহের কাজ, কিন্তু তা কার্যকর হবে এবং তালাক পতিত হয়ে যাবে।"

হানাফি মাযহাবের দলিলসমূহ:

১. ইবনে উমর (রা.)-এর ঘটনা:

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) তার স্ত্রীকে হায়েজ (মাসিক) অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। বিষয়টি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পৌঁছালে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং তাকে ফিরিয়ে নিতে (রুজু করতে) বলেন।

- **ইবনে আবিদীনের যুক্তি:** রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে 'রুজু' বা ফিরিয়ে নিতে বলেছেন। 'রুজু' কেবল তখনই সম্ভব, যখন তালাক পতিত হয়। তালাক না হলে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রশ্নই আসত না। সুতরাং, বিদআতি তালাক পতিত হয়।

২. কুরআনের আয়াত:

আল্লাহ বলেন: "তালাক দুইবার..." (সূরা বাকারা: ২২৯)। এরপর বলা হয়েছে, "যদি সে তৃতীয়বার তালাক দেয়..."। এখানে তালাক দেওয়ার পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়নি, বরং সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যদি একসাথে তিন তালাক দেয়, তবে সে শরিয়তের সীমা লঙ্ঘন করল ঠিকই, কিন্তু তালাকের শর্ত (স্বামী, স্ত্রী ও শব্দ) পাওয়া যাওয়ায় তা কার্যকর হবে।

৩. সাহাবায়ে কেরামের ইজমা:

হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালে যখন মানুষ বেশি হারে একসাথে তিন তালাক দেওয়া শুরু করল, তখন তিনি রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি করলেন যে, "এখন থেকে কেউ তিন তালাক দিলে আমি তা তিন তালাকই গণ্য করব এবং শাস্তি দেব।" সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে দ্বিমত করেননি।

ভিন্নমত (গায়রে মুকাল্লিদ ও শিয়া মত):

ইবনে তাইমিয়া (রহ.), ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) এবং বর্তমানকালের কিছু সালাফি আলেম ও শিয়া সম্প্রদায়ের মতে:

- একসাথে তিন তালাক দিলে এক তালাক গণ্য হবে।
- হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলে তা গণ্যই হবে না।

তাদের যুক্তি হলো, বিদআত বা শরিয়ত বিরোধী কাজ বাতিল বলে গণ্য হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে এমন আমল করল যার ওপর আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।"

ইবনে আবিদীনের খণ্ডন ও হানাফি সিদ্ধান্ত:

ইমাম ইবনে আবিদীন 'রদ্দুল মুহতার'-এ অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তিতে ভিন্নমত খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন:

- তালাক দেওয়া হলো স্বামীর অধিকার বা মালিকানা। কেউ যদি তার অধিকার অপব্যবহার করে (ভুল সময়ে প্রয়োগ করে), তবুও তার কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। যেমন—কেউ যদি নিষিদ্ধ সময়ে (যেমন জুমার আজানের পর) বেচাকেনা করে, তবে তার গুনাহ হবে, কিন্তু বিক্রি শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং মালিকানা হস্তান্তর হবে। তালাকও তেমনই।
- তিনি বলেন:

(وَوُقُوعُهُ هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ)

অর্থ: "তালাক পতিত হওয়াই হলো সহীহ মাযহাব এবং জমহুরের নিকট এর ওপরই ফাতওয়া।"

উপসংহার (আল-খাতিমা):

বিদআতি তালাক কার্যকর হওয়ার বিধানটি মূলত স্বামীদের জন্য একটি কঠোর সতর্কতা বা শাস্তি। যাতে তারা রাগের মাথায় একসাথে তিন তালাক দিয়ে পরে পার পেয়ে না যায়। হানাফি মাযহাব মতে, গুনাহগার হয়ে হলেও বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে এবং এটিই চূড়ান্ত ফাতওয়া।

প্রশ্ন-৪৩: 'তালাকে সরীহ' (স্পষ্ট) ও 'তালাকে কিনায়া' (অস্পষ্ট) বলতে কী বোঝায়? প্রতিটির হুকুম ও ফলাফল 'রদ্দুল মুহতার'-এর আলোকে বর্ণনা কর। مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الطَّلَاقِ الصَّرِيحِ وَطَّلَاقِ الْكِنَايَةِ؟ بَيِّنْ حُكْمَ كُلِّ مِنْهُمَا وَأَثَرَهُ فِي ضَوْءِ رَدِّ الْمُحْتَارِ)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

তালাক সংঘটিত হওয়ার জন্য শব্দচয়ন বা 'আলফাজ' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী কোন শব্দে তালাক দিল—তা স্পষ্ট নাকি অস্পষ্ট—এর ওপর ভিত্তি করে তালাকের ধরন এবং ফলাফল নির্ধারিত হয়। হানাফি ফিকহে একে 'সরীহ' ও 'কিনায়া' নামে ভাগ করা হয়েছে। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার গ্রন্থে শব্দের ব্যঞ্জনা এবং নিয়তের প্রভাব নিয়ে সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন।

১. তালাকে সরীহ (الطلاق الصريح):

- **সংজ্ঞা:** 'সরীহ' অর্থ হলো স্পষ্ট বা প্রকাশ্য। যেসব শব্দ শরিয়তে এবং সমাজের প্রথায় (উরফ) কেবল তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের জন্যই ব্যবহৃত হয়, অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলোকে 'তালাকে সরীহ' বলে।

- **শব্দসমূহ:** মূল 'তালাক' শব্দ এবং এর থেকে নির্গত শব্দগুলো। যেমন—"তোমাকে তালাক দিলাম", "তুমি তালাকপ্রাপ্তা" বা "আমি তোমাকে ডিভোর্স দিলাম"।

- **শর্ত:** সরীহ শব্দের ক্ষেত্রে স্বামীর মনে **তালাকের নিয়ত (Niyyah) থাকা জরুরি নয়**। রাগের মাথায়, ঠাট্টা করে বা ভয় দেখানোর জন্য—

যেভাবেই এই শব্দ উচ্চারণ করুক না কেন, তালাক হয়ে যাবে। কারণ শব্দটি নিজেই তার অর্থ প্রকাশ করছে।

- **ফলাফল (হুকুম):** তালাকে সরীহ দ্বারা **'তালাকে রাজ'ঈ'** (প্রত্যাহারযোগ্য তালাক) পতিত হয়।
    - অর্থাৎ, ইদ্দত চলাকালীন স্বামী চাইলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে (রুজু করতে পারবে), নতুন করে বিবাহ করার প্রয়োজন নেই।

২. তালাকে কিনায়া (طلاق الكناية):

- **সংজ্ঞা:** 'কিনায়া' অর্থ হলো ইঙ্গিত বা অস্পষ্ট। যেসব শব্দ তালাক এবং তালাক ছাড়াও অন্য অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, সেগুলোকে 'তালাকে কিনায়া' বলে।
- **শব্দসমূহ:** যেমন— "তুমি আমার থেকে আলাদা হয়ে যাও", "তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও", "তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই", "তুমি আজাদ", "তুমি নিজের রাস্তা দেখো", "পর্দা করে নাও" ইত্যাদি।
    - এই কথাগুলো রাগের সময় বলা হতে পারে আবার ভালোবাসার ছলেও বলা হতে পারে।
- শর্ত: কিনায়া শব্দ দ্বারা তালাক পতিত হওয়ার জন্য দুটি শর্তের যেকোনো একটি থাকা আবশ্যক:

১. নিয়ত (Niyyah): বলার সময় স্বামীর মনে তালাকের ইচ্ছা থাকতে হবে।

২. প্রেক্ষাপট (Dalalatul Hal): স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া চলাকালীন বা তালাক নিয়ে আলোচনার সময় যদি এই কথাগুলো বলে। (তবে কিছু শব্দের ক্ষেত্রে নিয়ত ছাড়া শুধু ঝগড়ার দ্বারা তালাক হয় না—এটি ইবনে আবিদীনের একটি গভীর বিশ্লেষণ)।

- **ফলাফল (হুকুম):** তালাকে কিনায়া দ্বারা **'তালাকে বাইন'** (বিচ্ছেদকারী তালাক) পতিত হয়।

- অর্থাৎ, সাথে সাথেই বিবাহ ভেঙে যাবে। ইদ্দতের ভেতরেও স্বামী 'রুজু' করতে পারবে না। পুনরায় ঘর করতে চাইলে নতুন মোহর ও নতুন আকদ (চুক্তি) করে স্ত্রীকে আবার বিয়ে করতে হবে (যদি তিন তালাক না হয়ে থাকে)।

ইবনে আবিদীনের বিশ্লেষণ (তাহকিক):

'রদ্দুল মুহতার'-এ ইমাম শামী কিনায়া শব্দগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন:

১. এমন শব্দ যা কেবল প্রত্যাখ্যান বোঝায় (যেমন: চলে যাও)।

২. এমন শব্দ যা উত্তর দেওয়া বোঝায় (যেমন: তুমি মুক্ত)।

৩. এমন শব্দ যা গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তিনি বলেন, "রাগের অবস্থায় (হালতে গাদাব) নিয়ত ছাড়াও কিছু কিনায়া শব্দে তালাক হয়ে যায়, যদি তা তালাকের অর্থেই সমাজে প্রচলিত (উরফ) থাকে।"

পার্থক্য সারসংক্ষেপ:

বিষয়	তালাকে সরীহ (স্পষ্ট)	তালাকে কিনায়া (অস্পষ্ট)
শব্দ	তালাক, ডিভোর্স ইত্যাদি।	চলে যাও, আলাদা হও, মুক্ত তুমি।
নিয়ত	নিয়ত জরুরি নয়।	নিয়ত বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা জরুরি।
ফলাফল	তালাকে রাজ'ঈ (ফেরতযোগ্য)।	তালাকে বাইন (নতুন বিবাহ ছাড়া ফেরত অযোগ্য)।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

তালাক একটি সংবেদনশীল বিষয়। মুখের কথা বের হওয়ার সাথে সাথেই এর ফলাফল কার্যকর হয়ে যায়। তাই 'সরীহ' বা 'কিনায়া'—যেকোনো শব্দ ব্যবহারের আগে পরিণাম চিন্তা করা আবশ্যক। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, কিনায়া শব্দের মাধ্যমে তালাক দিলে সম্পর্ক তাৎক্ষণিক ছিন্ন হয়ে যায়, যা অনেক বড় বিড়ম্বনার কারণ হতে পারে।

প্রশ্ন-৪৪: 'তাফভিজে তালাক' (তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ) বলতে কী বোঝায়? এর প্রকারভেদ ও হুকুম হানাফি ফিকহের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা কর।

مَا الْمَقْصُودُ بِتَفْوِيضِ الطَّلَاقِ؟ نَاقِشْ أَنْوَاعَهُ وَأَحْكَامَهُ بِالتَّفْصِيلِ فِي ضَوْءِ الْفِقْهِ الْحَنَفِيِّ)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

শরিয়তে তালাক প্রদানের মূল ক্ষমতা বা 'ইখতিয়ার' স্বামীর হাতে ন্যস্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন: "বিবাহের বন্ধন যার হাতে..." (সূরা বাকারা: ২৩৭)। তবে বিশেষ প্রয়োজনে বা স্ত্রীর নিরাপত্তার স্বার্থে স্বামী তার এই ক্ষমতা স্ত্রীকে বা তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে প্রদান করতে পারেন। একে ফিকহের পরিভাষায় 'তাফভিজে তালাক' বা 'তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ' বলা হয়। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার গ্রন্থে এর সূক্ষ্ম নিয়মকানুন বর্ণনা করেছেন।

তাফভিজে তালাক-এর সংজ্ঞা (আত-তা'রিফ):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'তাফভিজ' (تَفْوِيض) অর্থ হলো সোপর্দ করা, অর্পণ করা বা দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে বা অন্য কাউকে তালাক প্রদানের মালিক বা জিম্মাদার বানিয়ে দেওয়াকে তাফভিজে তালাক বলে। এর ফলে স্ত্রী নিজের ওপর নিজেই তালাক পতিত করতে পারে।
- **গুরুত্বপূর্ণ নোট:** ক্ষমতা অর্পণ করলেও স্বামীর নিজস্ব তালাক দেওয়ার ক্ষমতা শেষ হয়ে যায় না। স্বামী নিজেও দিতে পারবে, আবার স্ত্রীও দিতে পারবে।

তাফভিজে তালাকের প্রকারভেদ (আকসামুত তাফভিজ):

ইমাম ইবনে আবিদীন উল্লেখ করেছেন যে, তালাকের ক্ষমতা অর্পণ মূলত তিনভাবে হতে পারে:

১. তাখয়ীর (التَّخْيِير) বা এখতিয়ার দেওয়া:

স্বামী স্ত্রীকে বলল, "ইখতারি" (اخْتَارِي) অর্থাৎ "তুমি পছন্দ করে নাও" (সংসার করবে নাকি আলাদা হবে?)।

- **হুকুম:** স্ত্রী যদি ওই মজলিসেই (বৈঠকে) বলে, "আমি নিজেকে পছন্দ করলাম" বা "আলাদা হওয়াকে বেছে নিলাম", তবে **এক তালাকে বাইন** পতিত হবে।

- **শর্ত:** এটি মজলিসের সাথে সম্পৃক্ত। মজলিস ত্যাগ করলে বা অন্য কাজে লিপ্ত হলে এই ক্ষমতা বাতিল হয়ে যাবে।

২. আমর বি-ইয়াদ (الْأَمْرُ بِالْيَدِ) বা বিষয় হাতে ন্যস্ত করা:

স্বামী স্ত্রীকে বলল, "আমরুকি বি-ইয়াদিকি" (أَمْرُكِ بِيَدِكِ) অর্থাৎ "তোমার বিষয় (তালাক) তোমার হাতে।"

- **হুকুম:** এর দ্বারাও স্ত্রী নিজেকে তালাক দিতে পারবে। তবে এখানে স্বামীর 'নিয়ত' থাকা জরুরি। স্বামী যদি এক তালাকের নিয়ত করে, তবে এক তালাক হবে; আর তিন তালাকের নিয়ত করলে তিন তালাক হবে।

- **মেয়াদ:** এটিও মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ। তবে স্বামী যদি বলে, "তোমার বিষয় তোমার হাতে এক মাসের জন্য" বা "আজীবনের জন্য", তবে সেই মেয়াদের মধ্যে স্ত্রী যখন ইচ্ছা তখন তালাক নিতে পারবে।

৩. মাশিয়্যাহ (الْمَشِيئَة) বা ইচ্ছার ওপর ঝুলিয়ে দেওয়া:

স্বামী বলল, "শি'তি" (شِئْتِ) অর্থাৎ "তুমি যদি চাও, তবে তুমি তালাকপ্রাপ্তা।"

- **হুকুম:** স্ত্রী যখনই চাইবে (ইচ্ছা পোষণ করবে), তখনই তালাক হয়ে যাবে। এটিও মজলিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যদি না স্বামী সময়ের উল্লেখ করে।

কাবিননামায় তাফভিজে তালাক (১৮ নং কলাম):

বর্তমান যুগে নিকাহনামার ১৮ নম্বর কলামে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়, তা মূলত 'শর্তযুক্ত তাফভিজ'। যেমন— "স্বামী যদি ভাত-কাপড় না দেয় বা মারধর করে, তবে স্ত্রী নিজেকে তালাক দিতে পারবে।"

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, এই শর্ত পাওয়া গেলে স্ত্রী নিজেকে তালাক দিলে তা কার্যকর হবে এবং এটি 'তালাকে বাইন' হবে।

ইবনে আবিদীনের বিশ্লেষণ:

'রদ্দুল মুহতার'-এ বলা হয়েছে, তাফভিজ বা ক্ষমতা অর্পণ করার পর স্বামী তা প্রত্যাহার করতে বা ফিরিয়ে নিতে পারে না। অর্থাৎ স্বামী একবার বলল, "তোমার তালাকের ক্ষমতা তোমাকে দিলাম", পরক্ষণেই বলল, "না, ফেরত নিলাম"—এটি গ্রহণযোগ্য নয়। ক্ষমতা একবার দিলে তা স্ত্রীর অধিকার হয়ে যায়।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

তাফভিজে তালাক নারীদের জন্য একটি আইনি রক্ষাকবচ। বিশেষ করে স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, পাগল হয়ে যায় বা স্ত্রীর ওপর জুলুম করে, তখন স্ত্রী আদালতের শরণাপন্ন না হয়েও এই ক্ষমতাবলে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। তবে এই ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে আল্লাহভীতি থাকা জরুরি।

প্রশ্ন-৪৫: 'তালাকে মুআল্লাক' (শর্তযুক্ত তালাক) বলতে কী বোঝায়? শর্ত পাওয়া গেলে কি তালাক পতিত হওয়া অপরিহার্য? হানাফি মাযহাবের দলিলসহ লিখ। (مَا الْمَقْصُودُ بِالطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ؟ وَهَلْ وُقُوعُ الطَّلَاقِ لَازِمٌ عِنْدَ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ؟ اُكْتُبْ مَعَ أَدِلَّةِ الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

তালাক সাধারণত তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয় (তালাকে মুনলাজ)। কিন্তু কখনো কখনো স্বামী তালাককে কোনো ভবিষ্যৎ ঘটনার সাথে বা শর্তের সাথে যুক্ত করে দেয়। একে 'তালাকে মুআল্লাক' বা শর্তযুক্ত তালাক বলে। এটি মূলত এক ধরণের কসম বা শপথের মতো কাজ করে। হানাফি মাযহাবে এর বিধান অত্যন্ত কঠোর। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

তালাকে মুআল্লাক-এর সংজ্ঞা (আত-তা'রিফ):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'মুআল্লাক' (مُعَلَّق) অর্থ হলো ঝুলন্ত বা স্থগিত।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** তালাকের কার্যকারিতাকে বর্তমানে স্থগিত রেখে ভবিষ্যতে কোনো কাজ হওয়া বা না হওয়ার সাথে যুক্ত করাকে তালাকে মুআল্লাক বলে।

- **উদাহরণ:** স্বামী স্ত্রীকে বলল, "তুমি যদি বাবার বাড়ি যাও, তবে তুমি তালাক" অথবা "যদি আমি তোমাকে মারধর করি, তবে তুমি তালাক।"

শর্তের শব্দাবলি (আদাওয়াতুশ শার্থ):

শর্তযুক্ত করার জন্য সাধারণত আরবিতে 'ইন' (إِنْ - যদি), 'ইজা' (إِذَا - যখন), 'কুল্লামা' (كُلَّمَا - যতবার) ইত্যাদি শব্দ এবং বাংলায় 'যদি', 'যখন' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

হানাফি মাযহাবের বিধান (হুকুম):

ইমাম ইবনে আবিদীন এবং হানাফি ফিকহের সর্বসম্মত মত হলো:

"শর্ত পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথেই তালাক পতিত হয়ে যাবে। এতে কোনো ছাড় নেই।"

(عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ يَنْزِلُ الْجَزَاءُ)

অর্থাৎ, স্বামী যদি বলে থাকে "তুমি ঘর থেকে বের হলেই তালাক", আর স্ত্রী ঘর থেকে বের হয়, তবে সাথে সাথেই তালাক হয়ে যাবে। স্বামীর নিয়ত তালাক দেওয়ার থাকুক বা কেবল ভয় দেখানো থাকুক—তা ধর্তব্য নয়।

দলিলসমূহ (আল-আদিল্লাহ):

১. কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি:

শরিয়তে শর্তযুক্ত চুক্তিগুলো শর্ত পূর্ণ হলে কার্যকর হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "মুসলিমরা তাদের শর্তের ওপর অটল থাকবে।" তালাকও একটি আইনি ঘোষণা। একে শর্তযুক্ত করলে শর্তের সাথে তা বেধে যায়।

২. সাহাবায়ে কেরামের আমল:

ইবনে উমর (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা শর্তযুক্ত তালাককে শপথ হিসেবে গণ্য করতেন না, বরং শর্ত পূর্ণ হলে তালাক কার্যকর করতেন।

৩. ইবনে আবিদীনের যুক্তি:

তিনি বলেন, তালাকে মুআল্লাক মূলত 'ইয়ামিন' বা কসমের স্থলাভিষিক্ত। কিন্তু তালাকের কসম ভঙ্গ করলে কাফফারা (জরিমানা) দিয়ে মাফ পাওয়া যায় না, বরং কসমের বিষয়বস্তু (তালাক) কার্যকর হয়ে যায়। তিনি লিখেন:

(الْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ لَا يُكْفَرُ فِيهَا بِالْمَالِ، بَلْ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ)

অর্থ: "তালাকের কসমের ক্ষেত্রে সম্পদ দিয়ে কাফফারা দেওয়া যায় না, বরং তালাক পতিত হওয়াই এর কাফফারা।"

ভিন্নমত (ইবনে তাইমিয়া ও সালাফি মত):

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর মতে, যদি স্বামীর উদ্দেশ্য তালাক দেওয়া না হয়, বরং স্ত্রীকে ভয় দেখানো বা কোনো কাজ থেকে বিরত রাখা হয়, তবে শর্ত ভঙ্গ হলে তালাক হবে না; বরং কসমের কাফফারা (১০ জন মিসকিনকে খাওয়ানো) দিলেই চলবে।

কিন্তু হানাফি মাযহাবে এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। হানাফি ফাতওয়া অনুযায়ী, উদ্দেশ্য যাই হোক, শর্ত পাওয়া গেলেই তালাক হবে।

সতর্কতা ও সমাধান:

তালাকে মুআল্লাক খুবই বিপজ্জনক। একবার মুখ থেকে বের করলে তা আর ফেরানো যায় না (লা ইউরজাউ আনহু)। স্বামী চাইলেও এই শর্ত বাতিল করতে পারে না। আজীবন এই তলোয়ার মাথার ওপর ঝুলতে থাকে।

তবে যদি বলে "কুল্লামা" (যতবার...), তবে যতবার শর্ত ভঙ্গ হবে, ততবার তালাক হবে। আর যদি শুধু "ইন" (যদি) বলে, তবে একবার শর্ত ভঙ্গ হলে এক তালাক হবে এবং কসম শেষ হয়ে যাবে। এরপর ওই কাজ করলে আর তালাক হবে না।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

পারিবারিক জীবনে রাগের মাথায় শর্তযুক্ত তালাক দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ এটি এমন এক তীর, যা ধনুক থেকে বের হলে আর ফেরানো যায় না এবং সংসার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন-৪৬: 'তালাকে রাজ'ঈ' ও 'তালাকে বাইন'-এর সংজ্ঞা ও পার্থক্য কী? কোন কোন ক্ষেত্রে তালাক বাইন সাব্যস্ত হয়? বিস্তারিত আলোচনা কর।
مَا تَعْرِيفُ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَالْبَائِنِ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ وَفِي أَيِّ الْحَالَاتِ يَثْبُتُ الطَّلَاقُ الْبَائِنُ؟ نَاقِشْ بِالتَّفْصِيلِ)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

তালাক প্রদানের পর বৈবাহিক সম্পর্ক কি পুরোপুরি ছিন্ন হয়ে যায়, নাকি ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে?—এর ওপর ভিত্তি করে তালাক দুই প্রকার: রাজ'ঈ (প্রত্যাহারযোগ্য) এবং বাইন (বিচ্ছেদকারী)। তালাকের ফলাফল বোঝার জন্য এই দুটির পার্থক্য জানা অত্যন্ত জরুরি। 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে এর সূক্ষ্ম বিধানাবলি আলোচিত হয়েছে।

১. তালাকে রাজ'ঈ (الطلاق الرجعي):

- **সংজ্ঞা:** যে তালাকের পর ইদ্দত পালনরত অবস্থায় স্বামী নতুন কোনো বিবাহ চুক্তি (আকদ) ছাড়াই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে বা 'রুজু' করতে পারে, তাকে তালাকে রাজ'ঈ বলে।
- **শর্ত:** সহবাসের পর হতে হবে এবং এক বা দুই তালাক হতে হবে। তিন তালাক হলে তা আর রাজ'ঈ থাকে না।
- **শব্দ:** স্পষ্ট বা 'সরীহ' শব্দে তালাক দিলে রাজ'ঈ হয়। যেমন—"তোমাকে তালাক দিলাম"।
- **হুকুম:**
    - ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই গণ্য হবে।
    - স্বামী মৌখিকভাবে "তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম" বললে বা স্ত্রীসুলভ আচরণ (স্পর্শ/চুম্বন) করলে রুজু হয়ে যাবে। স্ত্রীর সম্মতির প্রয়োজন নেই।
    - ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে এটি 'তালাকে বাইন'-এ পরিণত হবে।

২. তালাকে বাইন (الطلاق البائن):

- **সংজ্ঞা:** যে তালাকের সাথে সাথেই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং ইদ্দতের ভেতরেও স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে না, তাকে তালাকে বাইন বলে। 'বাইন' অর্থ হলো পৃথক বা বিচ্ছিন্ন।

- **প্রকারভেদ:**

    - **বাইন সুগরা (ছোট বিচ্ছেদ):** নতুন করে আকদ ও মোহর নির্ধারণ করে স্ত্রীকে আবার বিয়ে করা যায়।

    - **বাইন কুবরা (বড় বিচ্ছেদ/মুগাল্লাজা):** তিন তালাক। এতে হালালা (অন্যত্রে বিয়ে ও বিচ্ছেদ) ছাড়া পুনরায় বিয়ে করা যায় না।

পার্থক্যসমূহ (আল-ফুরুক):

বিষয়	তালাকে রাজ'ঈ	তালাকে বাইন
বৈবাহিক সম্পর্ক	ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকে।	সাথে সাথেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।
ফিরিয়ে নেওয়া (রুজু)	ইদ্দতের মধ্যে স্বামী একাই ফিরিয়ে নিতে পারে।	ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, নতুন বিবাহ করতে হয়।
স্ত্রীর সম্মতি	স্ত্রীর সম্মতির প্রয়োজন নেই।	পুনরায় বিয়ে করতে স্ত্রীর সম্মতি জরুরি।
মোহর	ইদ্দত শেষে বাকি মোহর দিতে হয়।	সাথে সাথেই মোহর পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়।
উত্তরাধিকার	ইদ্দতের মধ্যে কেউ মারা গেলে একে অপরের ওয়ারিশ হয়।	তালাকের সাথে সাথেই উত্তরাধিকার স্বত্ব শেষ হয়ে যায় (তবে মরণব্যাধিতে তালাক দিলে ভিন্ন কথা)।

যেসব ক্ষেত্রে তালাক 'বাইন' সাব্যস্ত হয়:

ইমাম ইবনে আবিদীন উল্লেখ করেছেন যে, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে তালাক দিলে তা সরাসরি 'বাইন' বা বিচ্ছেদকারী তালাক হয়:

১. তালাকে কিনায়া: অস্পষ্ট বা ইঙ্গিতবহ শব্দে তালাক দিলে। যেমন— "চলে যাও", "আলাদা হয়ে যাও"।

২. সহবাসের আগে তালাক: আকদ হয়েছে কিন্তু সহবাস বা খিলওয়াত হয়নি— এমন স্ত্রীকে তালাক দিলে তা বাইন হয়। কারণ তার কোনো ইদ্দত নেই।

৩. বিনিময় তালাক (খুলা): স্ত্রী যদি টাকার বিনিময়ে বা মোহর মাফ করার বিনিময়ে তালাক নেয় (খুলা), তবে তা তালাকে বাইন হয়।

৪. চরম উপমা: স্বামী যদি বলে, "তোমাকে পাহাড়সম তালাক" বা "কঠিন তালাক"।

৫. ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়া: রাজ'ঈ তালাক দেওয়ার পর যদি ইদ্দত (তিন হায়েজ) পার হয়ে যায় এবং স্বামী রুজু না করে, তবে তা বাইন হয়ে যায়।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

তালাকে রাজ'ঈ আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ রহমত, যা স্বামীদের ভুল শুধরে নেওয়ার সুযোগ দেয়। কিন্তু তালাকে বাইন সেই সুযোগ বন্ধ করে দেয়। ইবনে আবিদীন বলেন, "যতক্ষণ সম্ভব তালাককে রাজ'ঈ রাখাই উত্তম, যাতে সংশোধনের পথ খোলা থাকে।"

প্রশ্ন-৪৭: 'খুলা' (বিনিময় তালাক) বলতে কী বোঝায়? খুলার শরয়ী বিধান এবং এর মাধ্যমে কোন ধরনের তালাক পতিত হয়? ইবনে আবিদীনের বিশ্লেষণসহ লিখ।

مَا الْمَقْصُودُ بِالْخُلْعِ؟ وَمَا حُكْمُهُ الشَّرْعِيُّ وَمَا نَوْعُ الطَّلَاقِ الَّذِي يَقَعُ بِهِ؟ (اُكْتُبْ مَعَ تَحْلِيلِ ابْنِ عَابِدِينَ)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইসলামি পারিবারিক আইনে তালাক সাধারণত স্বামীর একচ্ছত্র অধিকার। কিন্তু কোনো স্ত্রী যদি স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে অথবা স্বামীর সাথে বসবাস

করাকে দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর মনে করে, তবে শরিয়ত তাকেও বিচ্ছেদের পথ দেখিয়েছে। এই পদ্ধতির নাম 'খুলা'। এটি মূলত স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছু সম্পদ বা মোহর ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা কিনে নেওয়া। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার গ্রন্থে খুলার বিধান ও খুঁটিনাটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন।

খুলা-এর সংজ্ঞা (তা'রিফুল খুল'ই):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'খুলা' (الخلع) শব্দটি 'খাল'উন' (خلع) থেকে এসেছে, যার অর্থ খুলে ফেলা বা কাপড় শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা। আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের 'পোশাক' বলেছেন। খুলা করার মাধ্যমে তারা সেই পোশাক খুলে ফেলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
- পারিভাষিক সংজ্ঞা: শরিয়তের পরিভাষায়, স্ত্রী কর্তৃক কোনো মালের বিনিময়ে (যেমন—মোহর মাফ করা বা টাকা দেওয়া) স্বামীর কাছ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নেওয়াকে খুলা বলে।

ইমাম ইবনে আবিদীন বলেন:

(هُوَ إِزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى قَبُولِهَا بِلَفْظِ الْخُلْعِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ)

অর্থ: "স্ত্রীর সম্মতির ওপর ভিত্তি করে খুলা শব্দ বা তার সমার্থক শব্দের মাধ্যমে বিবাহের মালিকানা দূর করা।"

শরয়ী বিধান (আল-হুকুমুশ শর'ঈ):

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হলে এবং আল্লাহর সীমার মধ্যে থাকা অসম্ভব মনে হলে খুলা করা 'জায়েজ'।

- **দলিল:** আল্লাহ তাআলা বলেন: "যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না, তবে স্ত্রী যা বিনিময় দেয় (বিয়ে ভাঙার জন্য), তাতে তাদের কোনো গুনাহ নেই।" (সূরা বাকারা: ২২৯)
- **সতর্কতা:** যদি স্বামীর কোনো দোষ না থাকে, তবুও স্ত্রী খুলা চায়, তবে তা মাকরুহ এবং হাদিসে এর জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে। রাসুলুল্লাহ

(সা.) বলেছেন, "বিনা কারণে তালাক বা খুলা প্রার্থনাকারী নারী জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।"

খুলার বিনিময় বা বদল:

খুলা সাধারণত মোহরের বিনিময়ে হয়। অর্থাৎ স্ত্রী বলে, "আমার মোহর মাফ করে দিলাম, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন।" অথবা নির্দিষ্ট টাকা দেওয়ার চুক্তি হয়।

- **ইবনে আবিদীনের বিশ্লেষণ:** যদি স্বামী দোষী হয় (অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে কষ্ট দিচ্ছে), তবে স্বামীর জন্য স্ত্রীর কাছ থেকে কোনো বিনিময় নেওয়া **মাকরুহ**। আর যদি স্ত্রী দোষী হয় (স্ত্রী অবাধ্য), তবে স্বামী তার দেওয়া মোহর পরিমাণ ফেরত নিতে পারবে, এর চেয়ে বেশি নেওয়া মাকরুহ। তবে মাকরুহ হলেও চুক্তি কার্যকর হয়ে যাবে।

খুলার মাধ্যমে কোন ধরনের তালাক হয়?

হানাফি মাযহাব এবং 'রদ্দুল মুহতার'-এর ফাতওয়া অনুযায়ী:

"খুলার মাধ্যমে 'তালাকে বাইন' (বিচ্ছেদকারী তালাক) পতিত হয়।"

(اَلْخُلْعُ يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ بَائِنٌ)

এর কারণ হলো:

১. বিনিময়ের উদ্দেশ্য: স্ত্রী টাকা বা সম্পদ দিচ্ছে নিজেকে মুক্ত করার জন্য। যদি তালাকটি 'রাজ'ঈ' (ফেরতযোগ্য) হয়, তবে স্বামী আবার তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। এতে স্ত্রীর টাকা দেওয়াটা অনর্থক হয়ে যাবে। তাই স্ত্রীর উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য একে 'বাইন' ধরা হয়।

২. নতুন বিবাহের সুযোগ: খুলার পর স্বামী চাইলেও ইদ্দতের ভেতরে স্ত্রীকে একতরফাভাবে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। তবে দুজনে রাজি থাকলে নতুন আকদ ও মোহর দিয়ে আবার বিয়ে করতে পারবে (যদি তিন তালাক না হয়ে থাকে)।

অন্যান্য বিধান:

- খুলা সম্পন্ন হলে স্ত্রীর ওপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব।

- খুলার কারণে মোহর ও ইদ্দতকালীন ভরণপোষণ বাতিল হয়ে যায় (যদি চুক্তিতে উল্লেখ থাকে)। তবে সন্তানের ভরণপোষণ বাতিল হয় না।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

খুলা হলো নারীদের জন্য একটি মুক্তির সনদ। যখন সংসার টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন এই পদ্ধতি ব্যবহার করে নারীরা সম্মানজনকভাবে আলাদা হতে পারে। তবে এটি একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি; এতে স্বামীর সম্মতিও প্রয়োজন হয়। স্বামী রাজি না হলে খুলা কার্যকর হয় না (তখন আদালতের মাধ্যমে ফাসখ করতে হয়)।

প্রশ্ন-৪৮: 'লি'আন' (লানত বা অভিসম্পাত) বলতে কী বোঝায়? লি'আনের পদ্ধতি, শর্তাবলি এবং এর ফলাফল সম্পর্কে হানাফি ফিকহের বিধান আলোচনা কর।

مَا الْمَقْصُودُ بِاللِّعَانِ؟ نَاقِشْ كَيْفِيَّةَ اللِّعَانِ وَشُرُوطَهُ وَنَتَائِجَهُ فِي الْفِقْهِ الْحَنَفِيِّ)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইসলামি শরিয়তে কারো বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া বা 'কজফ' (القذف) একটি জঘন্য অপরাধ। কিন্তু স্বামী যদি নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনে এবং তার কাছে চারজন সাক্ষী না থাকে, তবে শরিয়ত এক বিশেষ পদ্ধতির বিধান দিয়েছে, যাকে 'লি'আন' বলা হয়। এটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার একটি বিচারিক প্রক্রিয়া, যা শেষ পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদে গড়ায়। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

লি'আন-এর সংজ্ঞা (তা'রিফুল লি'আন):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'লি'আন' (اللِّعَان) শব্দটি 'লা'নত' (لَعْنَة) থেকে এসেছে, যার অর্থ অভিশাপ দেওয়া বা আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। যেহেতু এই প্রক্রিয়ায় স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে মিথ্যাবাদী হলে লানত দেয়, তাই একে লি'আন বলে।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** যখন স্বামী তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে জিনার (ব্যভিচারের) অপবাদ দেয় বা সন্তানের পিতৃপরিচয় অস্বীকার করে, কিন্তু সাক্ষী হাজির করতে পারে না, তখন কাজীর সামনে বিশেষ শব্দে উভয়ের কসম খাওয়া এবং একে অপরের ওপর লানত বর্ষণ করাকে লি'আন বলে।

লি'আনের পদ্ধতি (কাইফিয়াতুল লি'আন):

এর পদ্ধতি পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের ৬-৯ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী কাজীর আদালতে এটি নিম্নরূপে সম্পন্ন হবে:

১. স্বামীর কসম: কাজী স্বামীকে বলবেন চারবার কসম খেতে। স্বামী চারবার বলবে: "আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছি, তাতে আমি সত্যবাদী।"

পঞ্চম বার বলবে: "যদি আমি মিথ্যাবাদী হই, তবে আমার ওপর আল্লাহর লানত (অভিশাপ) বর্ষিত হোক।"

২. স্ত্রীর কসম: এরপর কাজী স্ত্রীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেবেন। স্ত্রীও চারবার বলবে: "আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমার স্বামী আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছে, তাতে সে মিথ্যাবাদী।"

পঞ্চম বার বলবে: "যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে আমার ওপর আল্লাহর গজব (ক্রোধ) বর্ষিত হোক।"

লি'আনের শর্তাবলি (শুরুতুল লি'আন):

লি'আন কার্যকর হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে:

- **বৈধ বিবাহ:** তাদের মধ্যে সহীহ বিবাহ বন্ধন থাকতে হবে।
- **সাক্ষীর যোগ্যতা:** স্বামী-স্ত্রী উভয়কে 'মুহসান' (স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ ও মুসলিম) হতে হবে এবং সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য হতে হবে।
- **অভিযোগ:** স্বামী স্পষ্ট ভাষায় স্ত্রীর বিরুদ্ধে জিনার অভিযোগ করবে অথবা সন্তানের নসব (বংশ) অস্বীকার করবে।
- **আদালত:** লি'আন অবশ্যই কাজী বা বিচারকের সামনে হতে হবে। ঘরোয়াভাবে কসম খেলে লি'আন হবে না।

লি'আনের ফলাফল (নাতাইjul লি'আন):

উভয়ে যখন কসম ও লানত সম্পন্ন করবে, তখন হানাফি মাযহাব মতে নিম্নোক্ত ফলাফলগুলো দেখা দেবে:

১. হারাম হওয়া: লি'আন শেষ হওয়ার সাথে সাথেই স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের জন্য হারাম হয়ে যাবে। তবে বিবাহ আপনা-আপনি ভাঙবে না।

২. কাজীর বিচ্ছেদ রায়: কাজীকে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ (তাফরিক) ঘটিয়ে দিতে হবে। কাজী যখন বিচ্ছেদের রায় দেবেন, তখন থেকে এটি 'তালাকে বাইন' হিসেবে গণ্য হবে।

৩. চিরস্থায়ী হারাম: অধিকাংশ মাযহাব মতে তারা একে অপরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যায়। তবে হানাফি মাযহাব মতে, যদি ভবিষ্যতে স্বামী নিজেকে মিথ্যাবাদী দাবি করে এবং 'কজফ'-এর শাস্তি (৮০ দোররা) মাথা পেতে নেয়, তবে তারা পুনরায় বিয়ে করতে পারবে। (এটি হানাফিদের সূক্ষ্ম ইজতিহাদ)।

৪. সন্তানের নসব: যদি স্বামী সন্তানের নসব অস্বীকার করার কারণে লি'আন করে থাকে, তবে ওই সন্তান মায়ের দিকে সম্পৃক্ত হবে এবং বাবার সাথে সন্তানের কোনো সম্পর্ক বা উত্তরাধিকার থাকবে না।

ইবনে আবিদীনের বিশ্লেষণ:

তিনি বলেন, লি'আন হলো সাক্ষীর বিকল্প। স্বামী সাক্ষী আনতে পারেনি, তাই সে কসম খেয়ে সাক্ষ্য দিল। এটি একটি 'শাহাদাত' (সাক্ষ্য) এবং একই সাথে 'ইয়ামিন' (শপথ)। এটি মুসলিম পারিবারিক আইনের একটি অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ বিধান।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

লি'আন পারিবারিক সম্মানের রক্ষাকবচ। যদি স্বামী সত্যবাদী হয়, তবে সে জিনার অপবাদের শাস্তি থেকে বাঁচে। আর স্ত্রী যদি নির্দোষ হয়, তবে সে কসম খেয়ে নিজেকে রক্ষা করে। কিন্তু এর পরিণতি হলো বিচ্ছেদ, যা পরিবার ভেঙে দেয়।

প্রশ্ন-৪৯: 'ইদ্দত' (প্রতীক্ষা কাল)-এর সংজ্ঞা ও হিকমত কী? মৃত্যু ও তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দতের সময়সীমা এবং ইদ্দতকালীন পালনীয় বিধানগুলো বর্ণনা কর। مَا تَعْرِيفُ الْعِدَّةِ وَحِكْمَتُهَا؟ صِفْ مُدَّةَ الْعِدَّةِ فِي حَالَتَيِ الْوَفَاةِ وَالطَّلَاقِ (وَالْأَحْكَامَ الَّتِي يَجِبُ مُرَاعَاتُهَا أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইসলামি শরীয়তে বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যুর পর নারীকে তৎক্ষণাৎ অন্য বিবাহে আবদ্ধ হতে নিষেধ করা হয়েছে। তাকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, যাকে 'ইদ্দত' বলে। এই বিধানের পেছনে বংশের পবিত্রতা রক্ষা এবং মৃত স্বামীর প্রতি শোক প্রকাশের মতো গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) ইদ্দতের বিধানাবলি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

ইদ্দত-এর সংজ্ঞা (তা'রিফুল ইদ্দাহ):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'ইদ্দত' (الْعِدَّة) শব্দটি 'আদদ' (সংখ্যা) বা গণনা থেকে এসেছে। যেহেতু এই সময়ে দিন বা মাস গণনা করা হয়, তাই একে ইদ্দত বলে।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** তালাক, মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের পর নারীর গর্ভাশয় সন্তানমুক্ত কি না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য অথবা স্বামীর মৃত্যুর শোক পালনের জন্য শরিয়ত নির্ধারিত যে সময়কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, তাকে ইদ্দত বলে।

ইদ্দতের হিকমত বা উদ্দেশ্য:

১. বংশ রক্ষা (বারাআতুর রহম): গর্ভে পূর্বের স্বামীর সন্তান আছে কি না তা নিশ্চিত হওয়া, যাতে বংশপরিচয় (নসব) নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি না হয়।

২. স্বামীর প্রতি সম্মান: স্বামীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের সম্মানার্থে শোক প্রকাশ করা।

৩. পুনর্মিলনের সুযোগ: তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দতের সময়ে স্বামী রাগ কমিয়ে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার (রুজু) সুযোগ পায়।

ইদ্দতের সময়সীমা (মুদ্দাতুল ইদ্দাহ):

ইদ্দতের সময়কাল নারীর শারীরিক অবস্থা এবং বিচ্ছেদের কারণের ওপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন হয়:

১. তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত:

- **ঋতুবতী নারী:** যদি স্ত্রী ঋতুবতী (যাদের মাসিক হয়) হয় এবং গর্ভবতী না হয়, তবে তার ইদ্দত হলো **'তিন হায়েজ'** (তিনটি পূর্ণ মাসিক)। হানাফি মাযহাবে 'কুরু' অর্থ মাসিক, পবিত্রতা নয়।
- **বয়স্ক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক:** যাদের বয়সের কারণে মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে বা এখনো শুরু হয়নি, তাদের ইদ্দত হলো **তিন চান্দ্র মাস**।
- **গর্ভবতী:** গর্ভবতী নারীর ইদ্দত হলো **সন্তান প্রসব পর্যন্ত**। তা এক দিন হোক বা নয় মাস হোক।

২. বিধবা (স্বামীর মৃত্যু) নারীর ইদ্দত:

- **গর্ভবতী না হলে:** স্বামীর মৃত্যুর পর গর্ভবতী নয় এমন নারীর ইদ্দত হলো **চার মাস দশ দিন**। আল্লাহ বলেন: "তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে।" (সূরা বাকারা: ২৩৪)
- **গর্ভবতী হলে:** বিধবা নারী গর্ভবতী হলে তার ইদ্দতও **সন্তান প্রসব পর্যন্ত**।

ইদ্দতকালীন পালনীয় বিধানসমূহ:

ইদ্দত চলাকালীন নারীর জন্য কিছু বিধি-নিষেধ বা 'ইহদাদ' (শোক পালন) রয়েছে, যা 'রদ্দুল মুহতার'-এ আলোচিত হয়েছে:

১. বিবাহ হারাম: ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কাউকে বিবাহ করা বা বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হারাম।

২. ঘর থেকে বের হওয়া:

- **তালাকপ্রাপ্তা:** তালাকপ্রাপ্তা নারী দিনে বা রাতে কোনো সময় স্বামীর ঘর থেকে বের হতে পারবে না (জরুরি প্রয়োজন ছাড়া)। তার ভরণপোষণ স্বামীর দায়িত্বে, তাই জীবিকার জন্য বের হওয়ার দরকার নেই।

- বিধবা: বিধবা নারী দিনের বেলা জীবিকার প্রয়োজনে বের হতে পারবে (যদি তার খরচ চালানোর কেউ না থাকে), কিন্তু রাতে নিজ ঘরেই অবস্থান করবে।

৩. সাজসজ্জা ত্যাগ করা (ইহদাদ):

ইদ্দত পালনকারী নারীর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার, সুরমা, গহনা পরা, রঙিন জমকালো পোশাক পরা এবং মেহেদি লাগানো হারাম। এটি শোক প্রকাশের অংশ। তবে স্বাভাবিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা যাবে।

বিশেষ বিধান:

যদি সহবাস বা নির্জনবাসের (খিলওয়াত) আগেই স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হয়, তবে তার কোনো ইদ্দত নেই। সে সাথে সাথেই অন্য বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু মৃত্যুর ক্ষেত্রে সহবাস হোক বা না হোক, চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

ইদ্দত পালন করা আল্লাহর নির্দেশ বা ইবাদত। এটি কেবল নারীর শারীরিক পবিত্রতা যাচাই নয়, বরং এটি একটি মানসিক প্রস্তুতি এবং সমাজিক শৃঙ্খলার অংশ। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী ইদ্দতের সময়সীমা এবং নিয়মকানুন মেনে চলা প্রত্যেক মুসলিম নারীর জন্য ফরজ।

প্রশ্ন-৫০: 'রুজু' বা 'রাজ'আত' (স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া) বলতে কী বোঝায়? রুজু করার পদ্ধতি, শর্তাবলি এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পর রুজুর বিধান হানাফি ফিকহের আলোকে আলোচনা কর।
(مَا الْمَقْصُودُ بِالرَّجْعَةِ؟ نَاقِشْ كَيْفِيَّةَ الرَّجْعَةِ وَشُرُوطَهَا وَحُكْمَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فِي ضَوْءِ الْفِقْهِ الْحَنَفِيِّ)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইসলামি শরিয়তে তালাক দেওয়ার পর সংসার জোড়া লাগানোর বা ভুল শুধরে নেওয়ার যে সুযোগ রাখা হয়েছে, তাকে 'রুজু' বা 'রাজ'আত' বলা হয়। এটি আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ রহমত। যদি স্বামী এক বা দুই তালাক (তালাকে

রাজ'ঈ) দেয়, তবে ইদ্দতের ভেতরে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার একচ্ছত্র অধিকার স্বামীর থাকে। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে রুজুর পদ্ধতি ও বিধান অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

রুজু-এর সংজ্ঞা (তা'রিফুর রাজ'আহ):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'রুজু' (الرجوع) বা 'রাজ'আত' (الرجعة) শব্দের অর্থ হলো ফিরে আসা বা ফিরিয়ে নেওয়া।
- পারিভাষিক সংজ্ঞা: শরিয়তের পরিভাষায়, তালাকে রাজ'ঈর পর ইদ্দত পালনরতা স্ত্রীকে নতুন বিবাহ বা মোহর ছাড়াই পূর্বের বৈবাহিক সম্পর্কে ফিরিয়ে আনাকে রুজু বলা হয়।

ইমাম ইবনে আবিদীন বলেন:

(هِيَ اسْتِدَامَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ الْقَائِمِ فِي الْعِدَّةِ)

অর্থ: "ইদ্দতের মধ্যে বিদ্যমান বৈবাহিক মালিকানাকে টিকিয়ে রাখা বা অব্যাহত রাখাই হলো রাজ'আত।"

রুজু করার পদ্ধতি (কাইফিয়াতুর রাজ'আহ):

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী রুজু দুইভাবে হতে পারে:

১. কথার মাধ্যমে (বির রিসালাত / বিল-কাওল):

এটি রুজু করার উত্তম বা সুন্নাত পদ্ধতি। স্বামী স্পষ্ট ভাষায় বলবে, "আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম" বা "আমি আমার স্ত্রীকে রুজু করলাম"।

- এর সাথে দুজন সাক্ষী রাখা **মুস্তাহাব** (উত্তম), যাতে ভবিষ্যতে অস্বীকার করার সুযোগ না থাকে। তবে হানাফি মাযহাবে সাক্ষী না রাখলেও রুজু সহীহ হয়ে যাবে।

২. কাজের মাধ্যমে (বিল-ফে'ল):

স্বামী যদি ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীর সাথে স্বামী-স্ত্রীসুলভ আচরণ করে—যেমন সহবাস করা, কামভাব নিয়ে স্পর্শ করা বা চুম্বন করা—তবে এর দ্বারাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে রুজু হয়ে যাবে।

- **সতর্কতা:** ইমাম শামী উল্লেখ করেন যে, কাজের মাধ্যমে রুজু করা মাকরুহ বা অপছন্দনীয় (যদিও কার্যকর হয়), কারণ এতে সাক্ষ্য রাখা সম্ভব হয় না এবং সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে।

রুজু করার শর্তাবলি (শুরুতুর রাজ'আহ):

রুজু সহীহ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত পূরণ করা আবশ্যক:

১. তালাকের ধরন: তালাকটি অবশ্যই 'তালাকে রাজ'ঈ' হতে হবে। তালাকে বাইন বা তিন তালাক হলে রুজু করা যাবে না।

২. সময়কাল: রুজু অবশ্যই ইদ্দতের ভেতরে হতে হবে। ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে রুজু করার অধিকার নষ্ট হয়ে যায়।

৩. গর্ভধারণ বা সহবাস: মিলনের পরে তালাক হতে হবে। মিলনের আগে তালাক দিলে ইদ্দত নেই, তাই রুজুও নেই।

ইদ্দত শেষ হওয়ার পর বিধান:

যদি স্বামী ইদ্দতের ভেতরে রুজু না করে এবং ইদ্দত (তিন হায়েজ) শেষ হয়ে যায়, তবে:

- তালাকটি **'তালাকে বাইন'**-এ পরিণত হয়।
- বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যায়।
- এমতাবস্থায় স্বামী চাইলেই আর একা ফিরিয়ে নিতে পারবে না। তবে যদি উভয় পক্ষ রাজি থাকে, তবে **নতুন আকদ (চুক্তি) এবং নতুন মোহর** ধার্য করে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। একে 'তাজদিদে নিকাহ' (বিবাহ নবায়ন) বলা হয়।

ইবনে আবিদীনের বিশ্লেষণ:

তিনি বলেন, রুজু করার জন্য স্ত্রীর সম্মতির প্রয়োজন নেই। ইদ্দতের ভেতরে স্বামী একতরফাভাবে ফিরিয়ে নিতে পারে, এমনকি স্ত্রী রাজি না থাকলেও। কারণ আল্লাহ বলেছেন: "তাদের স্বামীরা ইদ্দতের মধ্যে তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার অধিক হকদার।" (সূরা বাকারা: ২২৮)। তবে স্ত্রীকে জানিয়ে দেওয়া বা সাক্ষী রাখা উত্তম, যাতে সে অন্য কোথাও বিয়ের চিন্তা না করে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

রুজু হলো ভাঙা সংসার জোড়া লাগানোর সহজ উপায়। হানাফি ফিকহ এ ক্ষেত্রে স্বামীদের জন্য প্রক্রিয়াটি সহজ করেছে যাতে সামান্য ভুলের কারণে পরিবার ভেঙে না যায়। তবে তিন তালাক দিলে এই দরজাও চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

প্রশ্ন-৫১: 'হিযানাত' (সন্তান প্রতিপালন) বলতে কী বোঝায়? সন্তানের জিম্মাদারি বা হিযানাতের ক্ষেত্রে কার অধিকার অগ্রাধিকারযোগ্য? মা কখন হিযানাতের অধিকার হারায়?
(مَا الْمَقْصُودُ بِالْحِضَانَةِ؟ وَمَنْ لَهُ الْأَوْلَوِيَّةُ فِي حَقِّ حِضَانَةِ الطِّفْلِ؟ وَمَتَى تَسْقُطُ حِضَانَةُ الْأُمِّ؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের পর সবচেয়ে বড় মানবিক সংকট তৈরি হয় সন্তানের আশ্রয় নিয়ে। মাসুম বা নিষ্পাপ শিশুরা কার কাছে থাকবে, কে তাদের লালন-পালন করবে—এটি একটি জটিল প্রশ্ন। ইসলামি ফিকহে একে 'হিযানাত' বলা হয়। হানাফি মাযহাব এবং 'রদ্দুল মুহতার'-এ সন্তানের কল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে হিযানাতের বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে।

হিযানাত-এর সংজ্ঞা (তা'রিফুল হিযানাত):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'হিযানাত' (الحضانة) শব্দটি 'হিদন' (حضن) থেকে এসেছে, যার অর্থ বুক বা কোল। মা সন্তানকে বুকে জড়িয়ে রাখে বলে একে হিযানাত বলা হয়।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** পাগল বা নাবালক সন্তানকে (যে নিজের কাজ নিজে করতে পারে না) লালন-পালন করা, তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করা এবং তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের দায়িত্ব নেওয়াকে হিযানাত বলে।

হিযানাতের হকদার বা অগ্রাধিকার (আহাক্কুন নাস বিল হিযানাহ):

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, সন্তানের লালন-পালনের ক্ষেত্রে বাবার চেয়ে মায়ের অধিকার অনেক বেশি। ক্রমধারাটি নিম্নরূপ:

১. মা (আল-উম্ম):

সর্বপ্রথম অধিকার মায়ের। রাসুলুল্লাহ (সা.) এক সাহাবীকে বলেছিলেন, "তোমার স্ত্রী (মা) সন্তানের জন্য অধিক উপযুক্ত, যতক্ষণ না সে অন্যত্র বিবাহ করে।"

- **বয়সসীমা:** হানাফি মাযহাব মতে, মা ছেলে সন্তানকে **৭ বছর** বয়স পর্যন্ত এবং মেয়ে সন্তানকে **সাবালিকা (৯-১২ বছর)** হওয়া পর্যন্ত নিজের কাছে রাখার অধিকার রাখেন।

২. নানি (উম্মুল উম্ম):

যদি মা মারা যান বা হিযানাতের অযোগ্য হন, তবে অধিকার যাবে নানির কাছে (মায়ের মা)। কারণ মায়ের স্নেহ নানির মধ্যেই বেশি থাকে।

৩. দাদি (উম্মুল আব):

নানি না থাকলে অধিকার দাদির (বাবার মা)।

৪. বোন (আল-উখত):

দাদিও না থাকলে আপন বোন, তারপর বৈপিত্রেয় বোন, তারপর বৈমাত্রেয় বোন।

৫. খালা ও ফুফু:

বোনদের পর খালা, তারপর ফুফু।

লক্ষণীয় যে, ছোট বয়সে সন্তানের সেবার জন্য নারীদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। নারীরা না থাকলে বা অযোগ্য হলে তখন বাবার অধিকার আসে।

মা কখন হিযানাতের অধিকার হারায়? (মুসকিতুল হিযানাহ):

ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) উল্লেখ করেন যে, নির্দিষ্ট কিছু কারণে মা সন্তানের জিম্মাদারি বা কাস্টডি হারাতে পারেন:

১. গায়ের মাহরামকে বিবাহ করা:

মা যদি এমন কাউকে বিবাহ করেন যিনি শিশুটির আত্মীয় (মাহরাম) নন, তবে মা তার অধিকার হারাবেন। কারণ নতুন স্বামী শিশুটির প্রতি সদয় না-ও হতে পারেন।

- তবে যদি শিশুটির চাচা বা ফুফাতো ভাইকে বিয়ে করেন (যিনি শিশুটির মাহরাম বা আত্মীয়), তবে অধিকার থাকবে।

২. প্রকাশ্য অশ্লীলতা বা ফাসিকি:

মা যদি ব্যভিচারী হন, গায়িকা বা নর্তকী হন অথবা এমন কোনো পেশায় থাকেন যার কারণে তিনি সন্তানের যত্ন নিতে পারেন না বা সন্তানের চরিত্র নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে।

৩. নিরাপত্তাহীনতা:

মা যদি সন্তানকে অরক্ষিত রেখে বাইরে ঘোরাফেরা করেন বা সন্তানের প্রতি উদাসীন হন।

৪. ধর্ম ত্যাগ (ইরতিদাদ):

মা যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেন (মুরতাদ হন), তবে তিনি মুসলিম সন্তানের জিম্মাদার হতে পারবেন না।

বাবার অধিকার কখন?

ছেলের বয়স ৭ বছর এবং মেয়ের বয়স সাবালিকা হওয়ার পর তাদের শিক্ষার প্রয়োজনে এবং শরিয়তের শাসন শেখানোর জন্য বাবার কাছে হস্তান্তর করা বাবার অধিকার এবং কর্তব্য। একে 'বেলায়েত' বলা হয়।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

হিযানাতের মূল লক্ষ্য হলো 'শিশুর কল্যাণ' (Welfare of the minor)। মা বা বাবা—যার কাছে থাকলে শিশুর দ্বীন ও দুনিয়া নিরাপদ থাকবে, কাজীর রায়ে তার কাছেই সন্তান থাকবে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় ছোট বয়সে মায়ের কোলের বিকল্প শরিয়তে নেই।

প্রশ্ন-৫২: সন্তানদের ভরণপোষণ (নাফাকাতুল আওলাদ) কার ওপর ওয়াজিব? কন্যাসন্তান ও পুত্রসন্তানের ভরণপোষণের মেয়াদ ও শর্তাবলি 'রদ্দুল মুহতার'-এর আলোকে বর্ণনা কর।

عَلَى مَنْ تَجِبُ نَفَقَةُ الْأَوْلَادِ؟ صِفْ مُدَّةَ وَشُرُوطَ نَفَقَةِ الْبِنْتِ وَالِابْنِ فِي ضَوْءِ (رَدِّ الْمُحْتَارِ)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

সন্তান আল্লাহ তাআলার দান। তাদের পৃথিবীতে আনার মাধ্যম বাবা-মা। তাই তাদের লালন-পালন ও ভরণপোষণের দায়িত্বও তাদের ওপর বর্তায়। ইসলামি শরিয়তে সন্তানের আর্থিক দায়িত্ব বা নাফাকাহ সম্পূর্ণরূপে পিতার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, মায়ের ওপর নয়। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার কিতাবে সন্তানের ভরণপোষণের বিধান, মেয়াদ এবং পিতার সামর্থ্য বা অক্ষমতার ভিত্তিতে এর হুকুম বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সন্তানের ভরণপোষণ কার ওপর ওয়াজিব?

হানাফি ফিকহের সর্বসম্মত ফাতওয়া হলো:

"ছোট ও অভাবী সন্তানের ভরণপোষণ একমাত্র পিতার ওপর ওয়াজিব।"

(نَفَقَةُ الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ عَلَى الْأَبِ وَحْدَهُ)

পিতা গরিব হলেও তাকে উপার্জন করে সন্তানের খরচ দিতে হবে। মা ধনী হলেও মায়ের ওপর সন্তানের খরচের দায়িত্ব নেই (যদি বাবা বেঁচে থাকে ও সক্ষম হয়)। তবে বাবা মারা গেলে বা অক্ষম হলে তখন মা বা দাদার ওপর দায়িত্ব বর্তায়।

ভরণপোষণের মেয়াদ ও শর্তাবলি:

ছেলে এবং মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে ভরণপোষণের মেয়াদ ভিন্ন ভিন্ন:

১. পুত্রসন্তানের ক্ষেত্রে (আল-ইবন):

- **নাবালক অবস্থায়:** ছেলে যতক্ষণ নাবালক (ছোট) থাকে, ততক্ষণ তার সম্পূর্ণ খরচ বাবার দায়িত্বে।

- **সাবালক হওয়ার পরঃ** ছেলে যখন বালেগ বা কর্মক্ষম বয়সে পৌঁছায়, তখন বাবার ওপর আর খরচ দেওয়া ওয়াজিব নয়। তখন ছেলেকে নিজে উপার্জন করতে হবে।

- **ব্যতিক্রমঃ** যদি বালেগ ছেলে প্রতিবন্ধী হয়, পাগল হয় অথবা দ্বীনি ইলম অর্জনে (তালিবে ইলম) এমনভাবে মগ্ন থাকে যে উপার্জন করা সম্ভব নয়, তবে বাবার ওপর তার খরচ চালিয়ে যাওয়া ওয়াজিব। ইমাম শামী বলেন, "ইলম অর্জনকারী ছেলের খরচ বাবার ওপর ওয়াজিব, যদি সে মেধাবী হয়।"

২. **কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রে (আল-বিনত):**

- **বিবাহের আগ পর্যন্তঃ** মেয়েদের কোনো বয়সসীমা নেই। মেয়ে বালেগ বা সাবালিকা হলেও তার খরচ বাবার ওপর ওয়াজিব, যতক্ষণ না তার বিয়ে হয়।

- **বিবাহের পরঃ** বিয়ের পর দায়িত্ব স্বামীর ওপর চলে যায়।

- **তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা হলেঃ** মেয়ে যদি তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা হয়ে বাবার বাড়িতে ফিরে আসে এবং তার নিজস্ব কোনো সম্পদ না থাকে, তবে বাবাকেই আবার তার ভরণপোষণ দিতে হবে। বাবাকে বাধ্য করা হবে এই খরচ দিতে।

পিতার সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা:

- **পিতা সচ্ছল হলেঃ** অবশ্যই সন্তানদের উপযুক্ত খাবার ও পোশাক দিতে হবে।

- **পিতা গরিব হলেঃ** পিতা যদি গরিব কিন্তু সুস্থ হন, তবে তাকে কাজ করে খরচ জোগাতে বাধ্য করা হবে।

- **পিতা অক্ষম হলেঃ** পিতা যদি অসুস্থ বা অতি বৃদ্ধ হন, তবে খরচ মায়ের ওপর বা সচ্ছল নিকটাত্মীয়দের (যেমন দাদা, চাচা) ওপর বর্তাবে। কিন্তু পরবর্তীতে বাবা সচ্ছল হলে তা ঋণ হিসেবে পরিশোধ করতে হতে পারে।

সন্তানের নিজস্ব সম্পদ থাকলে:

যদি নাবালক সন্তানের নিজের নামে কোনো সম্পত্তি থাকে (যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে বা দান সূত্রে পাওয়া), তবে তার ভরণপোষণ সেই সম্পদ থেকে নেওয়া হবে। বাবার ওপর তখন নিজস্ব পকেট থেকে খরচ করা ওয়াজিব নয়, তবে বাবা রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

সন্তানের ভরণপোষণ পিতার কাঁধে একটি পবিত্র আমানত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "কোনো ব্যক্তির পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছে তাদের ধ্বংস করে (খরচ না দিয়ে)।" 'রদ্দুল মুহতার'-এ বলা হয়েছে, বাবা কৃপণতা করলে কাজী বাবার সম্পদ বিক্রি করে হলেও সন্তানের খরচের ব্যবস্থা করবেন।

প্রশ্ন-৫৩: ফিকহী দৃষ্টিতে 'তালাক' ও 'ফাসখ'-এর মধ্যকার পার্থক্যগুলো উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর।
(حَلِّلِ الْفُرُوقَ بَيْنَ "الْطَّلَاقِ" وَ "الْفَسْخِ" مِنَ النَّاحِيَةِ الْفِقْهِيَّةِ مَعَ الْأَمْثِلَةِ)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার বিভিন্ন পদ্ধতি শরিয়তে রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান দুটি হলো 'তালাক' এবং 'ফাসখ'। সাধারণ মানুষ অনেক সময় এই দুটির মধ্যে গুলিয়ে ফেলে। কিন্তু ফিকহী বিধান, ফলাফল এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) এগুলোর সূক্ষ্ম পার্থক্য তুলে ধরেছেন।

সংজ্ঞা (আত-তা'রিফ):

১. তালাক (الطلاق): তালাক অর্থ বন্ধন খুলে দেওয়া। শরিয়তে এর অর্থ হলো স্বামী কর্তৃক নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে বিবাহের বন্ধন ছিন্ন করা। এটি স্বামীর একচ্ছত্র অধিকার।

২. ফাসখ (الفسخ): ফাসখ অর্থ বাতিল করা বা মূল থেকে উপড়ে ফেলা। শরিয়তে এর অর্থ হলো বিচারক বা কাজীর রায়ের মাধ্যমে অথবা কোনো ত্রুটির কারণে বিবাহের চুক্তিটি গোড়া থেকে বাতিল বা অকার্যকর করে দেওয়া।

মূল পার্থক্যসমূহ (আল-ফুরুক):

পার্থক্যের বিষয়	তালাক (الطلاق)	ফাসখ (الفسخ)
১. প্রয়োগকারী	সাধারণত স্বামী প্রয়োগ করে। (বা ক্ষমতা পেলে স্ত্রী)।	সাধারণত কাজী বা বিচারক রায় দেন, অথবা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে।
২. কারণ	কোনো কারণ ছাড়াই স্বামী তালাক দিতে পারে (যদিও মাকরুহ)।	সুনির্দিষ্ট শরয়ী কারণ (যেমন—ত্রুটি, কুফু না হওয়া) ছাড়া ফাসখ হয় না।
৩. তালাকের সংখ্যা	তালাক দিলে তালাকের সংখ্যা কমে যায় (৩টির মধ্যে ১টি কমে)।	ফাসখ বা বাতিলের দ্বারা তালাকের সংখ্যা কমে না। (কারণ এটি তালাকই নয়)।
৪. মোহর	সহবাসের আগে তালাক হলে অর্ধেক মোহর দিতে হয়।	সহবাসের আগে ফাসখ হলে কোনো মোহর দিতে হয় না (যদি স্ত্রীর দোষে হয়)।
৫. প্রকৃতি	এটি বিবাহ বিচ্ছেদ (End of contract)।	এটি বিবাহ বাতিলকরণ (Annulment of contract)।

উদাহরণ (আল-আমসিলা):

- **তালাকের উদাহরণ:** স্বামী স্ত্রীকে বলল, "তোমাকে তালাক দিলাম"। এতে তালাক পতিত হলো এবং ৩টি তালাকের অধিকার থেকে ১টি কমে গেল।
- **ফাসখের উদাহরণ:**
    - **খিয়ারে বুলুগ:** নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে হয়েছিল, বালেগ হওয়ার পর মেয়েটি কাজীর মাধ্যমে বিয়ে ভেঙে দিল। এটি ফাসখ।

- **স্বামীর অক্ষমতা:** স্বামী নপুংসক প্রমাণিত হওয়ায় কাজী বিয়ে বিচ্ছেদ করলেন। এটি ফাসখ।
- **ধর্মত্যাগ:** স্বামী বা স্ত্রী কেউ মুরতাদ হয়ে গেলে বিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফাসখ হয়ে যায়।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

তালাক হলো বৈধ বিবাহের সমাপ্তি, আর ফাসখ হলো বিবাহের চুক্তিটিকেই ত্রুটিপূর্ণ বা অকার্যকর ঘোষণা করা। ফাসখের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এতে তালাকের সংখ্যা নষ্ট হয় না এবং পুনরায় বিবাহের পথ সহজ থাকে।

প্রশ্ন-৫৪: রাজয়ী তালাক ও বাইন তালাকের মধ্যকার মূল পার্থক্য কী? বাইন তালাকের পর পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বিধান কী?
(مَا هُوَ الْفَرْقُ الْأَسَاسِيُّ بَيْنَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَالطَّلَاقِ الْبَائِنِ؟ وَمَا هُوَ حُكْمُ الزَّوَاجِ مَرَّةً أُخْرَى بَعْدَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকা না থাকার ওপর ভিত্তি করে তালাক প্রধানত দুই প্রকার: রাজয়ী (প্রত্যাহারযোগ্য) এবং বাইন (বিচ্ছেদকারী)। পারিবারিক জীবনে এ দুটির প্রভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মূল পার্থক্যসমূহ (আল-ফুরুক আল-জাওহারিয়া):

১. বৈবাহিক সম্পর্ক:

- **রাজয়ী:** তালাক দেওয়ার পরও ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর বিবাহেই থাকে। স্বামী যখন ইচ্ছা তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে।
- **বাইন:** তালাক দেওয়ার সাথে সাথেই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। স্ত্রী আর স্বামীর অধীনে থাকে না।

২. রুজু বা ফিরিয়ে নেওয়া:

- **রাজয়ী:** ইদ্দতের ভেতরে স্বামী মৌখিকভাবে বা কাজের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে (রুজু করতে) পারে। স্ত্রীর সম্মতির প্রয়োজন নেই।
- **বাইন:** ইদ্দতের ভেতরেও স্বামী একা ফিরিয়ে নিতে পারে না। পুনরায় ঘর করতে চাইলে নতুন বিবাহ চুক্তি (আকদ) লাগবে।

৩. **নতুন বিবাহ ও মোহর:**

- **রাজয়ী:** ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য নতুন বিবাহ বা মোহর দরকার নেই।
- **বাইন:** পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নতুন করে আকদ করতে হবে এবং নতুন মোহর ধার্য করতে হবে। স্ত্রীর সম্মতিও জরুরি।

৪. **উত্তরাধিকার:**

- **রাজয়ী:** ইদ্দতের মধ্যে কেউ মারা গেলে একে অপরের ওয়ারিশ হয়।
- **বাইন:** তালাকের সাথে সাথেই উত্তরাধিকার স্বত্ব শেষ হয়ে যায় (মৃত্যুশয্যায় তালাক ছাড়া)।

বাইন তালাকের পর পুনরায় বিবাহের বিধান:

তালাকে বাইন দুই ধরনের হতে পারে—বাইন সুগরা (ছোট) এবং বাইন কুবরা (বড়/তিন তালাক)।

১. বাইন সুগরা হলে (১ বা ২ তালাক):

যদি স্বামী ১ বা ২ তালাকে বাইন দেয়, তবে ইদ্দতের ভেতরে বা পরে তারা চাইলে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে।

- শর্ত: নতুন আকদ (ইজাব-কবুল), নতুন মোহর এবং স্ত্রীর সম্মতি।

২. বাইন কুবরা হলে (৩ তালাক):

যদি ৩ তালাক দেওয়া হয়, তবে তা 'মুগাল্লাজা' বা কঠোর বিচ্ছেদ।

- **বিধান:** হালালা (অন্যত্রে বিয়ে ও বিচ্ছেদ) ছাড়া ওই স্বামীর সাথে আর বিবাহ জায়েজ নেই।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

রাজয়ী তালাক সংশোধনের সুযোগ দেয়, কিন্তু বাইন তালাক সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তবে বাইন সুগরা হলে পারস্পরিক সম্মতিতে নতুন বিবাহের পথ খোলা থাকে।

প্রশ্ন-৫৫: ইদ্দত (ইদ্দত শেষ হওয়া)-এর পর রাজয়ী তালাকের বিধান কী হয়? এক্ষেত্রে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে কী কী শর্ত প্রযোজ্য?
(مَا هُوَ حُكْمُ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ بَعْدَ حُلُولِ الْعِدَّةِ؟ وَمَا هِيَ الشُّرُوطُ الَّتِي تَنْطَبِقُ عَلَى الزَّوَاجِ مَرَّةً أُخْرَى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

তালাকে রাজয়ী বা প্রত্যাহারযোগ্য তালাকের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে, যা হলো ইদ্দতকাল। এই সময়ের মধ্যে স্বামী তার অধিকার প্রয়োগ না করলে তালাকের প্রকৃতি বদলে যায়।

ইদ্দত শেষের পর রাজয়ী তালাকের বিধান:

যখন তালাকে রাজয়ী প্রাপ্ত নারীর ইদ্দত (ঋতুবতীর জন্য ৩ হায়েজ, অন্যদের ৩ মাস) শেষ হয়ে যায় এবং স্বামী তাকে 'রুজু' বা ফেরত নেয়নি, তখন:

১. তালাকটি 'তালাকে বাইন'-এ রূপান্তরিত হয়।

২. বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

৩. স্বামী আর একতরফাভাবে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে না।

৪. স্ত্রী এখন 'আজনাবি' বা পরনারীতে পরিণত হয় এবং সে চাইলে অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারে।

নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি:

ইদ্দত শেষ হওয়ার পর যদি ওই দম্পতি আবার সংসার করতে চায়, তবে শরিয়ত তাদের 'তাজদিদে নিকাহ' বা নতুন বিবাহের অনুমতি দেয়। এর জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে:

১. নতুন আকদ (New Contract): নতুন করে ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (গ্রহণ) হতে হবে।

২. সাক্ষী: অন্তত দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী সাক্ষীর উপস্থিতি থাকতে হবে।

৩. নতুন মোহর: নতুন করে মোহর ধার্য করতে হবে।

৪. স্ত্রীর সম্মতি: যেহেতু এখন স্ত্রী স্বাধীন, তাই তার স্পষ্ট সম্মতি ছাড়া স্বামী তাকে জোর করতে পারবে না।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

ইদ্দত শেষ হওয়ার অর্থ হলো স্বামীর একচ্ছত্র অধিকারের সমাপ্তি। এরপর সম্পর্ক গড়তে চাইলে তা সম্পূর্ণ নতুন বিবাহ হিসেবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন-৫৬: ফাতওয়া ও হাশিয়ার আলোকে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর আকল ও ইখতিয়ার (বিবেচনাবোধ ও স্বেচ্ছাধীনতা)-এর ভূমিকা আলোচনা কর।
(نَاقِشْ دَوْرَ الْعَقْلِ وَالِاخْتِيَارِ لِلزَّوْجِ فِي إِيقَاعِ الطَّلَاقِ عَلَى ضَوْءِ الْفَتَاوَى وَالْحَاشِيَةِ)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

তালাক একটি আইনি পদক্ষেপ। যেকোনো আইনি কাজের জন্য ব্যক্তির যোগ্যতা (Capacity) থাকা জরুরি। হানাফি ফিকহে তালাক দাতার দুটি প্রধান গুণ—'আকল' (সুস্থ মস্তিষ্ক) এবং 'ইখতিয়ার' (স্বেচ্ছাধীনতা) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ইমাম ইবনে আবিদীন তার হাশিয়ায় এগুলোর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন।

১. আকল বা বিবেচনাবোধের ভূমিকা:

তালাক পতিত হওয়ার জন্য স্বামীকে অবশ্যই 'আকেল' বা সুস্থ মস্তিষ্কের হতে হবে।

- **পাগল (মাজনুন):** যার হিতাহিত জ্ঞান নেই, তার তালাক পতিত হয় না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে... পাগল থেকে যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়।"

- **ঘুমন্ত ও অচেতন:** ঘুমের মধ্যে বা অজ্ঞান অবস্থায় তালাক দিলে তা কার্যকর হবে না।

- **মাতাল (সাকরান):** এখানে হানাফি মাযহাবের একটি কঠোর অবস্থান রয়েছে। যদি কেউ হারাম বস্তু (মদ) পান করে মাতাল হয় এবং তালাক দেয়, তবে শাস্তি হিসেবে তার **তালাক পতিত হয়ে যাবে**। কিন্তু যদি হালাল বস্তু বা ওষুধের কারণে মাতাল হয়, তবে তালাক হবে না।

২. ইখতিয়ার বা স্বেচ্ছাধীনতার ভূমিকা:

স্বেচ্ছায় তালাক দেওয়া স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু যদি কাউকে জোর করা হয়?

- **জবরদস্তিমূলক তালাক (তালাকে মুকরাহ):** হানাফি ফিকহের একটি অনন্য ও বিতর্কিত মাসআলা হলো—**"জোরপূর্বক বা জবরদস্তি করে তালাক দেওয়ানো হলে তা কার্যকর হয়ে যাবে।"**

- **ইবনে আবিদীনের ব্যাখ্যা:** তিনি বলেন, তালাক দাতার 'কাসদ' (উচ্চারণের ইচ্ছা) থাকলেই তালাক হয়ে যায়, 'রিজা' (মনের সন্তুষ্টি) থাকা জরুরি নয়। জবরদস্তি করা হলেও ব্যক্তিটি জানে যে সে তালাক শব্দ উচ্চারণ করছে, তাই এটি কার্যকর হবে। (যদিও অন্যান্য মাযহাবে এটি হয় না)।

- **হাসল (মজা করা):** কেউ যদি ঠাট্টা করে বা মজা করেও তালাক দেয়, তবুও তার ইখতিয়ার বা নির্বাচন পাওয়া যাওয়ায় তালাক হয়ে যাবে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, জ্ঞান (আকল) থাকা অপরিহার্য, কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা (ইখতিয়ার) থাকা শর্ত নয়। মাতাল এবং জবরদস্তিকৃত ব্যক্তির তালাক পতিত হওয়া হানাফি মাযহাবের কঠোর সতর্কতামূলক অবস্থান।

প্রশ্ন-৫৭: ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার ভিত্তিতে তালাক প্রদানের সময় স্বামীর ক্রোধ বা রাগের বিধান কী?

مَا هُوَ حُكْمُ غَضَبِ الزَّوْجِ عِنْدَ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ عَلَى أَسَاسِ حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ؟

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

অধিকাংশ তালাকই রাগের মাথায় দেওয়া হয়। মানুষ প্রায়ই বলে, "আমি রাগের মাথায় বলেছি, আমার হুঁশ ছিল না।" এই দাবি কতটুকু গ্রহণযোগ্য? ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার 'রদ্দুল মুহতার'-এ রাগের তিনটি স্তর বর্ণনা করেছেন এবং প্রতিটির আলাদা হুকুম দিয়েছেন। এটি ফিকহের জগতে 'ইবনে আবিদীনের রাগ তত্ত্ব' নামে প্রসিদ্ধ।

রাগের তিনটি স্তর ও বিধান:

১. প্রাথমিক পর্যায় (বিদায়াতুল গাদাব):

- **অবস্থা:** ব্যক্তির রাগ হয়েছে, কিন্তু তার বুদ্ধিমত্তা লোপ পায়নি। সে কী বলছে তা বুঝতে পারছে এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তার আছে।
- **বিধান:** এই অবস্থায় তালাক দিলে তা **নিঃসন্দেহে পতিত হবে**। এটি সর্বসম্মত মত।

২. চরম পর্যায় (নিহায়াতুল গাদাব):

- **অবস্থা:** রাগের তীব্রতায় ব্যক্তি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সে পাগলের মতো হয়ে যায় এবং কী বলছে বা করছে তার কোনো হুঁশ থাকে না। পরে তাকে মনে করিয়ে দিলেও সে মনে করতে পারে না।
- **বিধান:** এই অবস্থায় তালাক দিলে তা **পতিত হবে না**। কারণ সে তখন 'মাজনুন' বা পাগলের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আবিদীন বলেন, "পাগল বা জ্ঞানহীন ব্যক্তির তালাক হয় না।"

৩. মধ্যবর্তী পর্যায় (তাওয়াসসুতুল গাদাব):

- **অবস্থা:** সে পাগল হয়নি, কিন্তু রাগ তার বিবেকের ওপর প্রবল হয়ে গেছে। সে সাধারণ অবস্থার বাইরে চলে গেছে, কিন্তু ঘটনা তার মনে আছে।

- **বিধান:** এই পর্যায়টি বিতর্কিত। তবে ইমাম ইবনে আবিদীন তাহকিক (গবেষণা) করে বলেছেন, **"অধিকাংশ ফতওয়া অনুযায়ী এই অবস্থায়ও তালাক পতিত হয়ে যাবে।"**

- কারণ, তার জ্ঞান পুরোপুরি লোপ পায়নি। আর প্রমাণ করা কঠিন যে তার জ্ঞান ছিল কি না। তাই সতর্কতা হিসেবে তালাক কার্যকর ধরা হয়।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

ইবনে আবিদীনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, কেবল তখনই রাগের অজুহাত গ্রহণ করা হবে যখন রাগ মানুষকে জ্ঞানশূন্য বা পাগলে পরিণত করে। সাধারণ বা তীব্র রাগের দোহাই দিয়ে তালাক থেকে বাঁচার সুযোগ হানাফি ফিকহে নেই।

প্রশ্ন-৫৮: কোন কোন পরিস্থিতিতে স্ত্রী কাজীর (বিচারক) মাধ্যমে তালাকের দাবি করতে পারে? হানাফি ফিকহে 'তাফরীক' (বিচ্ছেদ)-এর বিধানগুলো আলোচনা কর।

(فِي أَيِّ حَالَاتٍ يَحِقُّ لِلزَّوْجَةِ الْمُطَالَبَةُ بِالطَّلَاقِ عَنْ طَرِيقِ الْقَاضِي؟ نَاقِشْ أَحْكَامَ "التَّفْرِيقِ" فِي الْفِقْهِ الْحَنَفِيِّ)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

তালাক সাধারণত স্বামীর অধিকার। কিন্তু স্বামী যদি অত্যাচারী হয় বা স্ত্রীর অধিকার আদায়ে ব্যর্থ হয়, তবে স্ত্রী আটকা পড়ে থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় ইসলামি শরিয়ত স্ত্রীকে বিচারকের (কাজী) মাধ্যমে বিচ্ছেদ চাওয়ার অধিকার দিয়েছে, যাকে 'তাফরীক' (বিচারিক বিচ্ছেদ) বলা হয়।

তাফরীকের সংজ্ঞা:

আদালতের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোকে তাফরীক বলে।

যেসব পরিস্থিতিতে স্ত্রী তাফরীক দাবি করতে পারে:

হানাফি মাযহাব এবং বিশেষ করে পরবর্তী যুগের ফকিহগণ (যেমন আল্লামা থানভী) মালেকি মাযহাবের সহায়তায় নিম্নোক্ত কারণগুলোতে স্ত্রীর বিচ্ছেদের অধিকার মেনে নিয়েছেন:

১. স্বামীর নিখোঁজ হওয়া (মফকুদ):

স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয় এবং ৪ বছর পর্যন্ত খোঁজ না পাওয়া যায়, তবে স্ত্রী বিচ্ছেদ চাইতে পারে।

২. ভরণপোষণ না দেওয়া (আদমুল ইনফাক):

স্বামী সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি স্ত্রীকে খরচ না দেয়, অথবা গরিব হওয়ার কারণে দিতে না পারে। মূল হানাফি মতে এতে বিচ্ছেদ হয় না, কিন্তু বর্তমান ফতওয়া হলো—দীর্ঘদিন নাফাকাহ না পেলে স্ত্রী বিচ্ছেদ চাইতে পারে।

৩. স্বামীর অক্ষমতা বা রোগ (আইব):

স্বামী যদি নপুংসক (ইন্নীন) হয়, অথবা পাগল, কুষ্ঠ বা ধবল রোগীর মতো ঘৃণ্য রোগে আক্রান্ত হয়, যার কারণে স্ত্রীর ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৪. নির্দয় আচরণ (জুলুম):

স্বামী যদি স্ত্রীকে নিয়মিত মারধর করে, গালি দেয় বা অনৈতিক কাজে বাধ্য করে।

৫. নিখোঁজ বা কারাদণ্ড:

স্বামী যদি দীর্ঘমেয়াদী জেল খাটে।

তাফরীকের পদ্ধতি ও বিধান:

- স্ত্রী কাজীর কাছে উপযুক্ত প্রমাণ বা সাক্ষী পেশ করবে।
- কাজী স্বামীকে সংশোধনের সময় দেবেন (যেমন নপুংসক হলে ১ বছর)।
- যদি সমাধান না হয়, তবে কাজী বিচ্ছেদের রায় দেবেন।
- এই বিচ্ছেদটি **'তালাকে বাইন'** হিসেবে গণ্য হবে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

'তাফরীক' বা বিচারিক বিচ্ছেদ হলো মজলুম নারীর রক্ষাকবচ। হানাফি ফিকহ এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অবলম্বন করেছে, যাতে সংসারও টিকে থাকে আবার জুলুমও প্রতিরোধ হয়।

প্রশ্ন-৫৯: তালাক সংক্রান্ত মাসয়ালাগুলোতে 'তাওলীদ' ও 'তাহকীক' (মূলনীতি থেকে মাসয়ালা বের করা ও প্রমাণিত করা)-এর ক্ষেত্রে হাশিয়ার ভূমিকা কী? (مَا هُوَ دَوْرُ الْحَاشِيَةِ فِي "التَّوْلِيدِ" وَ "التَّحْقِيقِ" لِلْمَسَائِلِ الْبُمُتَعَلِّقَةِ بِالطَّلَاقِ؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইমাম ইবনে আবিদীনের 'রদ্দুল মুহতার' বা শামী কেবল একটি টীকাগ্রন্থ নয়, বরং এটি ফিকহ গবেষণার একটি পাওয়ারহাউজ। বিশেষ করে তালাকের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে তিনি 'তাওলীদ' (নতুন মাসয়ালা উদ্ভাবন) এবং 'তাহকীক' (সত্যতা যাচাই)-এর যে নজির স্থাপন করেছেন, তা পরবর্তী সকল ফকিহদের জন্য পাথেয়।

১. তাওলীদ (التوليد) বা নতুন মাসয়ালা উদ্ভাবনে ভূমিকা:

'তাওলীদ' মানে হলো ফিকহের মূলনীতি (উসুল) ব্যবহার করে নতুন যুগের সমস্যার সমাধান বের করা।

- **উদাহরণ:** ইবনে আবিদীনের যুগে 'তালাকে মুআল্লাক' (শর্তযুক্ত তালাক) এবং বিভিন্ন 'কিনায়া' (অস্পষ্ট) শব্দের ব্যবহার বেড়ে গিয়েছিল যা আগে ছিল না। তিনি ভাষার প্রয়োগ (উরফ) বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, কোন নতুন শব্দে তালাক হবে আর কোনটিতে হবে না। তিনি উসুল প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন যে, প্রচলিত গালাগালির মাধ্যমে তালাক হয় কি না।

২. তাহকীক (التحقيق) বা সত্যতা যাচাইয়ে ভূমিকা:

'তাহকীক' হলো পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর ভুলভ্রান্তি বা দুর্বল মতগুলো যাচাই করা।

- **দুররুল মুখতারের সংশোধন:** মূল কিতাব 'দুররুল মুখতার'-এ তালাকের অনেক মাসয়ালায় অস্পষ্টতা ছিল বা দুর্বল মত ছিল। ইবনে আবিদীন

প্রতিটি মাসয়ালা 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' (ইমাম আবু হানিফার মূল মত)-এর সাথে মিলিয়ে দেখেছেন।

- **উদাহরণ:** রাগের মাথায় তালাক বা জবরদস্তির তালাকের ক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তী অনেক ফতওয়াকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং শক্তিশালী দলিলে সঠিক মত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

ইবনে আবিদীনের হাশিয়া তালাক অধ্যায়কে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছে যে, এটি এখন মুফতিদের জন্য 'ফাইনাল অথরিটি'। তিনি জটিল মাসয়ালাগুলোকে ভেঙে সহজ করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে হানাফি ফিকহ সব যুগের সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম।

প্রশ্ন-৬০: ফিকহী গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'আদ-দুররুল মুখতার' ও 'রদ্দুল মুহতার' কিতাবুত তালাকের কোন কোন জটিল মাসয়ালাকে সহজ করে উপস্থাপন করেছে—বিশ্লেষণ কর।
(حَلِّ الْمَسَائِلَ الْمُعَقَّدَةَ الَّتِي سَهَّلَهَا كِتَابَا "الدر المختار" و "رد المحتار" فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ مِنْ بَيْنَ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَةِ)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ফিকহী সাহিত্যে তালাক অধ্যায়টি সবচেয়ে জটিল (Complicated) হিসেবে পরিচিত। বিশেষ করে শব্দের মারপ্যাঁচ, নিয়ত এবং শর্তের বিষয়গুলো সাধারণ কিতাবে বোঝা কঠিন। 'আদ-দুররুল মুখতার' এবং তার হাশিয়া 'রদ্দুল মুহতার' এই জটিলতা নিরসনে অসামান্য অবদান রেখেছে।

যেসব জটিল মাসয়ালা সহজ করা হয়েছে:

১. তালাকে কিনায়া (অস্পষ্ট তালাক):

প্রাচীন কিতাবগুলোতে কিনায়া শব্দের তালিকা ছিল, কিন্তু নিয়মগুলো ছড়ানো-ছিটানো ছিল। ইবনে আবিদীন কিনায়া শব্দগুলোকে তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে দিয়েছেন (প্রত্যাখ্যানমূলক, উত্তরসূচক, গালি)। এর ফলে মুফতিরা সহজেই বুঝতে পারেন কোন শব্দে নিয়ত লাগবে আর কোনটিতে লাগবে না।

২. তালাকে মুআল্লাক (শর্তযুক্ত তালাক):

শর্তের শব্দগুলো (ইন, ইজা, কুল্লামা) ব্যাকরণগতভাবে কীভাবে তালাকের ওপর প্রভাব ফেলে, তা তিনি পানির মতো সহজ করে দিয়েছেন। বিশেষ করে 'কুল্লামা' (যতবার) এবং সাধারণ শর্তের পার্থক্য তিনি স্পষ্ট করেছেন।

৩. সন্দেহ ও ওসওয়াসা (Shakk):

অনেকের মনে তালাকের ওসওয়াসা বা সন্দেহ জাগে। ইবনে আবিদীন স্পষ্ট করেছেন যে, "নিশ্চিত বিশ্বাস ছাড়া তালাক হয় না" (আল-ইয়াকিন লা ইয়াযুলু বিশ-শাক)। তিনি দেখিয়েছেন যে, মনে মনে তালাক ভাবলে বা মুখে উচ্চারণ না করলে তালাক হয় না। এটি হাজারো মানুষের সংসার বাঁচিয়েছে।

৪. বাইন ও রাজয়ী তালাকের পার্থক্য:

কোন শব্দে বাইন হয় আর কোনটিতে রাজয়ী—এর একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা তিনি দাঁড় করিয়েছেন, যা আগে বিক্ষিপ্ত ছিল।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

'দুররুল মুখতার' মাসয়ালাগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে এক জায়গায় এনেছে, আর 'রদ্দুল মুহতার' সেগুলোর ব্যাখ্যা ও দলিল দিয়ে পূর্ণতা দিয়েছে। এই দুটি কিতাব মিলে তালাক অধ্যায়কে এমন এক রূপ দিয়েছে যে, পরবর্তী ২০০ বছরে হানাফি ফিকহে তালাক নিয়ে এর চেয়ে ভালো কোনো কাজ হয়নি।